৭৪৬
৯২

বাংলা ভাষায়

জুময়ার খুতবাহ !

pdf By Syed Mostafa Sakib

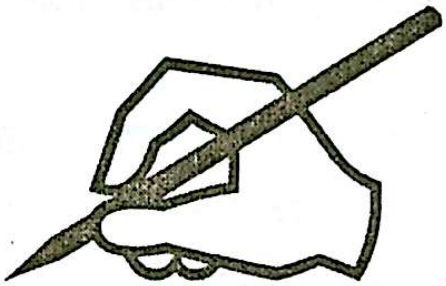

মুফতী অ' যমে বাঙ্গাল শায়েখ
গোলাম ছামদানী রেজবী

اَلْحَمْدُ لَکَ یَااللّٰہُ !

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ !

اَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْغَفَّارُ

وَ اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہُ الْمُخْتَارُ

একটি আধুনিক প্রশ্ন

প্রতি শতকে নিরানব্বই জন মানুষ আরবী ভাষা বুঝিতে পারেনা। অথচ তাহাদের সম্মুখে ইমাম সাহেব জুময়ার খুতবাহ আরবী ভাষায় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে কাহার কোন উপকার হইয়া থাকেনা। সূতরাং দেশীয় ভাষায় খুতবাহ পাঠ করিলে হইবেনা কেন?

উত্তর- আমার প্রিয় সুন্নী পাঠক! শরীয়তের সমস্ত বিষয় সবাই বুঝিতে পারিবে এমন কথা নয়। যাহা বুঝিতে পারিবেনা তাহা মানিতে হইবেনা এমন কথা শরীয়তে নাই। যাহা বুঝিতে পারা যাইবেনা তাহাতে কোন উপকার হইবেনা এমন কথাও নয়। বরং বুঝিবার স্থানে বুঝিতে হইবে এবং না বুঝিবার স্থানে না বুঝিয়া মানিতে হইবে, ইহার নাম ঈমান। যাহারা এই শ্রেণীর মানুষ হইয়া থাকে তাহারা হইল মুসলমান। কারণ, ইসলামে এমন বহু বিষয় রহিয়াছে যাহা সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা, বড় বড় মুহাদ্দিস মুফাস্‌সির পর্যন্ত বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু এই রকম স্থানে না বুঝিয়া মানিতে সবাই বাধ্য। অন্যথায় ঈমান ও ইসলামের আশ্রয় থেকে সরিয়া যাইতে হইবে। তাই এমন বিষয়ের সম্মুখিন হইয়া দ্বীনের বড় বড় ইমামগণ ইসলামের উপর কোন প্রকার প্রশ্ন না করিয়া ঈমানের খাতিরে কেবল এই বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ ও তাহার রসুল এ বিষয়ে বেশি জ্ঞাত রহিয়াছেন। ইহার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কেবল নমূনা স্বরূপ কুরয়ান ও হাদীস থেকে দুইটি উদাহরণ পেশ করিতেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলিম সমাজ সকাল সন্ধায় সবাই আল্লাহ তায়ালার মহা গ্রন্থ কুরয়ান শরীফ তিলাওয়াত করিয়া থাকেন। কুরয়ান শরীফ খুলিলেই প্রথমে সামনে আসিয়া যায়- আলিফ লাম মীম "الم" ইহার অর্থ কী? আজ পর্যন্ত সমস্ত জগত এই বলিয়া নীরব হইয়াছে যে, ইহার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ও তাহার রসুল ভালই জ্ঞাত রহিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক! এখন আপনি কি বলিবেন? 'আলিফ- লাম- মীম' এর অর্থ না আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন, না আপনার আলেমগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে কি 'আলিফ- লাম- মীম' এর তিলাওয়াত ত্যাগ করিয়া দিতে হইবে, না উহা তিলাওয়াত করিলে কোন সওয়াব পাওয়া যাইবে না? আপনার সিদ্ধান্ত কী? ইহা তো হইল পাক কুরয়ানের কথা। এখন হাদীস শরীফের কথা শুনাইতেছি। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন-

"لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى قَوْمٍ لَا يَجْعَلُوْنَ عَمَائِمَهُمْ تَحْتَ رِدَائِهِمْ يَعْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ"

আল্লাহ তায়ালা সেই সম্প্রদায়ের দিকে রহমতের নজরে তাকাইয়া থাকেন না যাহারা নামাজে নিজেদের পাগড়ীগুলিকে নিজেদের চাদরগুলির নিচে রাখিয়া থাকেন না। - হাফিজ আবু নাঈম এর উদ্ধৃতিতে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি তাঁহার জগত বিখ্যাত কিতাব 'ফাতাওয়ায় রেজবিয়া' শরীফের মধ্যে হাদীসটি নকল করিয়াছেন। হাদীস বলিতেছে যে, চাদর গায়ে দিয়া নামাজ পড়িলে মাথায় পাগড়ী থাকিলেও চাদর মাথায় তুলিতে হইবে। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে রহমতের নজরে দেখিবেন না। ইহার কারণ কি! আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস মুফাস্সির এই হাদীসের ভেদ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু সবাই ইহার প্রতি এই বলিয়া ঈমান রাখিয়া থাকেন যে, ইহার আসল রহস্য আল্লাহ ও তাহার রসুল জ্ঞাত রহিয়াছেন। জানি না, এখন আপনার রায় কি হইবে!

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) আমার সুন্নী পাঠক! এই স্থানে যাহা বলিবার প্রয়োজন ছিলনা তাহা বলিতে বাধ্য হইতেছি। কারণ, আপনি এই কথার প্রতি অবশ্যই ঈমান রাখিয়া থাকেন যে, 'আলিফ- লাম- মীম' ও 'আলিফ- লাম- রা' ইত্যাদি কাটা অক্ষরগুলির অর্থ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অবশ্যই অবগত। কিন্তু যাহারা আপনার

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বীনের দুশমন সেই ওহাবী তথা কথিত দাবীদার আহলে হাদীস, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলি আপনার ঈমানের সহিত একমত নয়। আপনি হুজুর পাকের প্রতি যে বিশ্বাস রাখিয়া থাকেন সেই বিশ্বাসে ইহারা বিশ্বাসী নয়। ইহাদের প্রত্যেকের ধারনায় আল্লাহর নবী 'আলিফ-লাম- মীম' ইত্যাদির অর্থ অবগত ছিলেন না। এই জন্য আপনাকে সাবধান করিতেছি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কুরয়ান শরীফের সমস্ত কাটা অক্ষরগুলির অর্থ অবশ্য অবশ্যই অবগত। অন্যথায় ঐ অক্ষরগুলির নুযূল বা অবতারণ বেকার হইয়া যাইবে। প্রেরকের পত্র যদি প্রাপক বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে প্রেরণ হইবে অকারণ। যেমন শায়েখ আহমাদ মুল্লাজীওন তাঁহার জগত বিখ্যাত কিতাব 'নূরুল আনওয়ার' এর মধ্যে বলিয়াছেন-

"اِمَّا فِىْ حَقِّ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَانَ مَعْلُوْمًا وَاِلَّا تَبْطُلُ فَائِدَةُ التَّخَاطُبِ وَيَصِيْرُ التَّخَاطُبُ بِالْمُهْمَلِ كَالتَّكَلُّمِ بِالزَّنْجِىِّ مَعَ الْعَرَبِىِّ"

তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কাটা অক্ষরগুলির অর্থ অবগত। অন্যথায় সম্বোধন করিবার উপকারিতা বাতিল হইয়া যাইবে এবং সম্বোধন করা হইবে বেকার। যেমন আরবী মানুষের সহিত হাবশী মানুষের কথা বলা বেকার।

(খ) অধিকাংশ মানুষ চাদর গায়ে দিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে। কিন্তু চাদর মাথায় উঠাইয়া থাকে না। ইহার পরিনাম যে কত ভয়াবহ তাহা বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গিয়াছে। অধিকাংশ মানুষ হাদীসটি অবগত নয়, এমন কি অধিকাংশ আলেমগণ অবগত নহেন। আলহামদু লিল্লাহ! আমার সুন্নী আলেম উলামা ও তালেব তুলাবার অধিকাংশই জ্ঞাত। কেবল তাই নয়, ইহারা প্রত্যেকেই চাদর গায়ে থাকিলে মাথায় উঠাইয়া নামাজ পড়িয়া থাকেন। আপনি যেহেতু একজন সুন্নী মনের মানুষ এবং আজ যখন হাদীসটি অবগত হইয়া গিয়াছেন তখন আশা করি হাদীসটির প্রতি অবশ্যই আমল করিবেন। কেবল আপনার আমল করিলে হইবেনা, বরং আপনি আপনার অধিনস্থদিগকে হাদীসটির প্রতি আমল করাইবার চেষ্টা করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নটির পিছনে কাহারা ?

আপনি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রশ্নটির পিছনে রহিয়াছেন এক শ্রেণীর মডার্ণ মুসলমান- ডাক্তার, মাষ্টারের দল। ইহারা মুসলিম সমাজকে আধুনিকরনের লক্ষ্যে রহিয়াছেন। এই ডাক্তার ও মাষ্টারদের অধিকাংশ্যই মাওদূদী মার্কা। জামায়াতে ইসলাম এর প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার মাওদূদী সাহেবের লেখা বই পুস্তকগুলি হইল ইহাদের ধর্ম কর্মের মূল ধন। গোমরাহ মাওদূদী সাহেবের গোমরাহী বই পুস্তককে সম্বল করিয়া ইসলামকে ঢালিয়া সাজাইবার জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এই মাষ্টার ও ডাক্তারের দল। ইহারা আলেম উলামাদের কাছে বসিয়া সঠিক অর্থে ইসলামকে বুঝিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। নিজদিগকে কুরয়ান ও হাদীসের বড় বড় পন্ডিত ধারনা করতঃ কেহ হাদীসের প্রশিক্ষন দিতে, আবার কেহ কুরয়ানের তাফসীরের ক্লাস আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের সাহস বলিহারী! অতি দুঃখের বিষয় যে, ইহারা সঠিক অর্থে মুসলমান কিনা, তাহা যাঁচাই করিবার চেষ্টা না করিয়া ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির সেই মাযহাবকে যাহা আজ হাজার বৎসর থেকে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশে বিস্তার লাভ করিয়া রহিয়াছে, বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান যে মাযহাবকে অবলম্বন করতঃ কুরয়ান হাদীসের প্রতি আমল করিয়া আসিতেছেন সেই সুদৃঢ় মাযহাবকে সমাজ থেকে শেষ করতঃ ওহাবী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

পাশ্চাত্য দেশের খৃষ্টীয় পরিবেশের মুসলিমদের অবস্থা এইরূপ যে, সূট, কোর্ট ও টাই পরিধান করতঃ ইংলিশ ফ্যাশনে নামাজ পড়িয়া থাকে। আবার ইহাদের মধ্যে কেহ এই ফ্যাশনে জুময়ার ইমাম হইয়া খুতবাহ দিয়া থাকে। ইহাদের কথা হইল যে, আরবী ভাষায় খুতবাহ না হইয়া এলাকায়ী ভাষায় খুতবাহ হওয়া উচিত। তাহা হইলে প্রত্যেকেই খুতবার অর্থ বুঝিয়া উপকৃত হইতে পারিবে। কারণ, খুতবাহ হইল উপদেশ পূর্ণ একটি ভাষণ, যাহাতে শরীয়তের বিভিন্ন মসলা মাসায়েল বর্ণনা করা হইয়া থাকে। যদি শ্রোতাগণ বুঝিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে খুতবাহ দানের প্রয়োজন কী ? অবশ্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যূগে ও সাহাবায় কিরাম দিগের যূগে খুতবাহ আরবী ভাষায় দেওয়া হইত। কারণ, তাঁহাদের ইমাম ও মুক্তাদী, খতীব ও খুতবাহ শ্রবণকারী সবাই ছিলেন আরবী ভাষাভাষী। বর্তমানে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরবদেশে আরবী ভাষায় খুতবাহ দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা যথা অর্থে সঠিক। কারণ, সবাই ভাষা জানিবার কারণে অর্থ বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু অনারবীদের জন্য আরবী ভাষায় খুতবাহ প্রদান করা আদৌ যূক্তি সঙ্গত নয়। আমাদের দেশের আধূনিক শিক্ষিত মানুষদের গায়ে এই হাওয়া লাগিয়াছে। ইহারাও পাশ্চাত্য দেশের মডার্ণ মুসলিমদের ন্যায় একই প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহাদের যূক্তি অকাট্য বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীতে গভীর ভাবে চিন্তা করিলে প্রশ্নটি যে কত মারাত্মক তাহা স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

শরীয়ত - সংবিধান

শরীয়তের কিছু মসলা মাসায়েল হুকুম আহকাম এমন রহিয়াছে যেগুলির সহিত সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক নাই। এই মসলাগুলি প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব ইসলামিক বাদশার অথবা বাদশার অবর্তমানে তাহার প্রতিনিধি উচ্চ পদস্থ কাজীর অথবা ইহাদের অবর্তমানে শহরের সব চাইতে বড় আলেম ও মুফতীর। বর্তমানে না আমাদের ইসলামিক বাদশা রহিয়াছে, না তাহার কোন উচ্চ পদস্থ আলেম কিংবা কাজী। সূতরাং সাধারণ মানুষ হাতে তুলিয়া নিয়াছে সেই মসলাগুলি। যথা- জুময়া ও দুই ঈদের নামাজ, যাকাত আদায় ও তাহা বন্টন, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভাজন, চুরি ও জেনার শ্বাস্তি প্রদান, কিসাস বা কতলের বদলে কতল করিবার নির্দেশ জারি ও ঝগড়া মারা মারির মিমাংসা ইত্যাদি বিষয়গুলি কায়েম করিবার অধিকার সাধারণ মানুষের নাই। এই জিনিষগুলি কায়েম করিবার অধিকার রাখিয়া থাকেন একমাত্র ইসলামিক বাদশা ও তাহার প্রতিনিধি কাজী অথবা শহরের সব চাইতে বড় আলেম। এই কারণে চুরির অপরাধে না হাত কাটিয়া দেওয়া হইতেছে, না জেনার অপরাধে কড়া মারা হইতেছে, না কতলের বদলে কতল করিবার কেহ নির্দেশ দিতে পারিতেছে। কারণ, আমাদের দেশে না ইসলামিক বাদশা রহিয়াছে, না তাহার কোন প্রতিনিধি কাজী। অবশ্য দেশে বড় বড় আলেম রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা শরীয়তের সংবিধান কায়েম করিবার দিক দিয়া স্বাধীন নহেন। যেমন চুরি, ব্যাভিচারীর শ্বাস্তি কায়েম করিবার অধিকার ইহাদের নাই। অবশ্য জুময়া ও দুই ঈদের নামাজ কায়েম অথবা এই ধরনের কিছু মসলা নির্ভরযোগ্য উলামায় কিরাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

কায়েম করিতে পারেন। ইহাতে সরকারের তরফ থেকে কোন প্রকার বাধা আসিয়া থাকেনা। মোটকথা, জুময়া ও দুই ঈদ কায়েম করিবার জন্য ইসলামিক বাদশা ও কাজীর প্রয়োজন। এই সব জিনিষে সাধারণ মানুষের কোন হাত নাই। কিন্তু দেশের অবস্থা এমন পর্য্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষেরা শহর তো দুরের কথা, পল্লীর পল্লীতে নিজেরা ইচ্ছামত যেখানে সেখানে জুময়া ও ঈদের নামাজ আরম্ভ করিয়া চলিয়াছে। কেবল তাই নয়, সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ জুময়ার খতীব হইয়া খুতবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সুযোগ মাষ্টার ও ডক্তারেরা কেন ছাড়িয়া দিবেন! বহু জায়গায় মাষ্টার ও ডাক্তার জুময়ার খতীব। এইবার বুঝিয়া নিন- ইহাদের দ্বারায় শরীয়ত কায়েম হইবে, না শয়তানী কায়েম হইবে? মাষ্টার ও ডাক্তার ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু অবগত রহিয়াছেন!

খুতবাহ প্রসঙ্গ

জুময়ার নামাজের জন্য অনেকগুলি শর্ত রহিয়াছে। আবার জুময়ার নামাজ আদায় হইবার জন্য কিছু শর্ত রহিয়াছে। সেই শর্তগুলি পূর্ণভাবে পাওয়া গেলে তবে জুময়ার নামাজ আদায় হইবে। অন্যথায় না জুময়া আদায় হইবে, না জোহর মাফ হইয়া যাইবে। এই প্রকার শর্তগুলির মধ্যে খুতবাহ হইল একটি বিশেষ শর্ত। সূতরাং যদি বিনা খুতবায় জুময়া পড়িয়া নেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে জুময়ার নামাজ হইবেনা। এ বিষয়ে ফিকহের কিতাবগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। মোটকথা, খুতবাহ হইল জুময়ার নামাজ আদায় হইবার জন্য একটি জরুরী শর্ত। এখন ইহা অন্য ভাষায় পাঠ করিলে তাহা আদায় হইবে কিনা, সে সম্পর্কে কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে এবং ফকীহগণের অভিমত অনুযায়ী যাঁচাই করিবার প্রয়োজন।

'খুতবাহ' ভাষণ, না জিকরুল্লাহ?

যখন খুতবাহ জুময়ার নামাজ আদায় হইবার জন্য একটি জরুরী শর্ত, তখন খুতবাহ কি কেবল একটি ভাষণ হইবে, না জিকরুল্লাহ বা আল্লাহর জিকির হইবে? যদি বলা হইয়া থাকে- খুতবাহ একটি ভাষণ মাত্র, তাহা হইলে মানুষের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া ভাষণ দেওয়ার প্রয়োজন। কারণ, প্রবাদে বলা হইয়া থাকে-

pdf By Syed Mostafa Sakib

كَلِّمِ النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ মানুষের জ্ঞান অনুযায়ী তাহাদের সহিত কথা বলো। আর যদি বলা হইয়া থাকে- খুতবাহ হইল আল্লাহর জিকির, তাহা হইলে মানুষের বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, খুতবাহ হইবে তখন একটি ইবাদত। প্রকাশ থাকে যে, ইবাদতকে উহার আসল অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া জরুরী। কোন প্রকার পরিবর্তণ করা চলিবেনা। চাই তাহা কেহ বুঝিতে পারিয়া থাক অথবা নাই পারিয়া থাক। বুঝিতে পারিলে খুবই ভাল। অন্যথায় সওয়াব তো পাওয়া যাইবে।

খুতবাহ হইল জিকরুল্লাহ

'খুতবাহ' ভাষণ নয়, বরং উহা হইল জিকরুল্লাহ- আল্লাহর জিকির বা আল্লাহর ইবাদত। খুতবাহ বুঝিবার প্রয়োজন নাই। খুতবাহ শুনিবার প্রয়োজন। শোনা সম্ভব না হইলে নীরব থাকিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কুরয়ান শরীফে সূরাহ জুময়ার মধ্যে 'খুতবাহ' কে 'জিকরুল্লাহ' বলা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

"يَآ يُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ"

ঈমানদারগণ! যখন জুময়ার নামাজের জন্য আজান দেওয়া হইবে তখন আল্লাহর জিকিরের দিকে দৌড়াইয়া যাও।

'জিকরুল্লাহ' সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের অভিমত। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মতে 'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ খুতবাহ। অনেকেই বলিয়াছেন- খুতবাহ ও নামাজ। কেহ বলিয়াছেন- নামাজ। কিন্তু প্রথমে খুতবাহ। বিশেষ করিয়া ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহির নিকটে 'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ খুতবাহ। যেমন তাফসীরে মাদারিক এর মধ্যে বলা হইয়াছে-

"اَىْ اِلَى الْخُطْبَةِ عِنْدَ الْجَمْهُوْرِ وَ بِهٖ اِسْتَدَلَّ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلٰى اَنَّ الْخَطِيْبَ اِذَاقْتَصَرَ عَلَى الْحَمْدِ لِلّٰهِ جَازَ"

অর্থাৎ খুতবার দিকে ধাবিত হওয়া। ইহা অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মত। ইহা থেকে ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহি দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

খতীব খুতবাহকে সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য কেবল 'আল্ হামদু লিল্লাহ' বলিলে জায়েজ হইবে।

তাফসীরে কাবীরের মধ্যে বলা হইয়াছে-

اَلذِّكْرُ هُوَ الْخَطْبَةُ عِنْدَالْاَكْثَرِ مِنْ اَهْلِ التَفْسِيْرِ وَقِيْلَ هُوَ الصَّلٰوةُ

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে 'জিকির' এর অর্থ হইল খুতবাহ। কেহ বলিয়াছেন- নামাজ।

তাফসীরে রূহুল মায়ানীর মধ্যে বলা হইয়াছে-

" وَالْمُرَادُ بِذِكْرِ اللهِ اَلْخُطْبَةُ وَالصَّلٰوةُ وَاسْتَظْهَرَ اَنَّ

الْمُرَادَ بِهِ الصَّلٰوةُ وَجَوَّزَ كَوْنُ الْمُرَادِ بِهِ الْخُطْبَةُ "

'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ হইল খুতবাহ ও নামাজ। তবে বাহ্যিক ভাবে জিকরুল্লাহ এর অর্থ নামাজ এবং জিকরুল্লাহ এর অর্থ খুতবাহ নেওয়া জায়েজ।

তাফসীরে রূহুল বা- ইয়ানের মধ্যে বলা হইয়াছে-

" اَىْ اِمْشُوْا وَاقْصِدُوْا اِلَى الْخُطْبَةِ وَالصَّلٰوةِ لِاشْتِمَالِ كُلٍّ مِنْهَا عَلٰى ذِكْرِ اللهِ "

অর্থাৎ তোমরা যাও এবং খুতবাহ ও নামাজের নিয়াত করো। কারণ, খুতবাহ ও নামাজ দুইটিই আল্লাহর জিকিরে গন্য।

তাফসীরে আহমাদীয়ার মধ্যে বলা হইয়াছে-

" وَالْمُرَادُ مِنَ الذِّكْرِ اَلْخُطْبَةُ وَالصَّلٰوةُ "

জিকির এর অর্থ হইল খুতবাহ ও নামাজ। এই তাফসীরের মধ্যে আরো বলা হইয়াছে যে, বর্তমান আয়াত পাক থেকে খুতবার আহকাম, জুমুয়ার আজান ও জুমুয়ার নামাজ অয়াজিব হইবার দলীল গ্রহণ করা হইয়াছে।

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে পরিস্কার হইয়া গিয়াছে যে, 'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ খুতবাহ। ইহা অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের অভিমত। কেহ বলিয়াছেন- 'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ নামাজ। কেহ বলিয়াছেন- 'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ খুতবাহ ও নামাজ দুই। কিন্তু সর্বাধিক সঠিক হইল- 'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ জুমুয়ার খুতবাহ। কারণ, (ক) বোখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাম বলিয়াছেন-

" إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَا ئِكَةُ عَلٰى اَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوُوا الصُّحُفَ وَجَاؤُوْا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ "

জুময়ার দিন ফিরিশ্তাগণ মসজিদের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া আগত মানুষদের নাম ধারাবাহিক লিখিয়া থাকেন। অতঃপর যখন ইমাম খুতবার জন্য বাহির হইয়া থাকেন তখন তাহারা দফতর বন্ধ করিয়া খুতবাহ শুনিতে থাকেন। বর্তমান হাদীসে জুময়ার খুতবাহকে জিকরুল্লাহ বলা হইয়াছে।

(খ) তাফসীরে মাদারিক ও তাফসীরে আহমাদীয়ার বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, 'জিক্রুল্লাহ' এর অর্থ জুময়ার খুতবাহ। ইহা অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের রায়।

(গ) ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন- জুময়ার খুতবায় আল হামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি বলিবার মত সময় জিকির যথেষ্ট। (মাদারিক, আহমাদিয়া) ইমাম আবু হানীফার অভিমত অনুযায়ী প্রমাণ হইতেছে যে, খুতবার অর্থ জিকরুল্লাহ বা আল্লাহর জিকির। কারণ, কোন ভাষণ বা বক্তৃতা এত সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকেনা।

(ঘ) বর্ণিত আয়াত " نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ " 'নূদিয়া লিস্সালাত' (নামাজের জন্য আজান দেওয়া হইবে) শব্দ রহিয়াছে। আবার যদি 'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ 'সলাত' বা নামাজ নেওয়া হইয়া থাকে, তাহাহইলে একই বাক্যে একই অর্থ দুইবার আসিয়া যাইবে। ইহা এক প্রকারের দুর্বলতা।

(ঙ) বাক্যে একই কথা দুইবার আসা অপেক্ষা নতুন কথা আসা অনেক ভাল। এই জন্য 'জিকরুল্লাহ' থেকে নামাজ বা সলাত অর্থ না নিয়া 'খুতবাহ' অর্থ গ্রহণ করা যূক্তি সঙ্গত হইবে।

(চ) 'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ যদি নামাজ নেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে একদিক দিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাদীসের বিপরীত হইয়া যাইবে। কারণ, আয়াত পাকে বলা হইয়াছে- فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে দৌড়াইয়া যাও। কিন্তু হাদীস পাকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজের জন্য দৌড়াইতে মানা করিয়াছেন। যেমন বোখারী

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীফে জুময়ার জন্য যাইবার বিবরণে বলা হইয়াছে-

" اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَاْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَافَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا "

যখন নামাজ কায়েম করা হইবে তখন তোমরা দৌড়াইয়া আসিবেনা, বরং ধীরস্থিরভাবে আসিবে। যাহা পাইবে পড়িয়া নিবে এবং যাহা ছাড়িয়া যাইবে তাহা পূর্ণ করিয়া নিবে।

প্রকাশ থাকে যে, আয়াত পাকে 'জিকরুল্লাহ' এর জন্য দ্রুত যাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং হাদীস পাকে নামাজের জন্য দ্রুত যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। সূতরাং যদি 'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ কেবল নামাজ নেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে কুরয়ান পাক ও হাদীস শরীফ একে অন্যের বিপরীত হইয়া যাইবে। আর যদি 'জিকরুল্লাহ' এর অর্থ কেবল খুতবাহ নেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে কুরয়ান ও হাদীস না একে অন্যের বিপরীত হইবে, না আমাদের কোন ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হইবে।

(ছ) যদি নামাজের জন্য দ্রুত না যাওয়া হইয়া থাকে এবং নামাজের কিছু অংশ বাদ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে পরে তাহা আদায় করিয়া নেওয়া যাইবে, যেমন উপরে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে-

" فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا "

তোমরা যাহা পাইয়াছো তাহা পড়িয়া নাও এবং তোমাদের যাহা বাদ পড়িয়া গিয়াছে তাহা পূর্ণ করিয়া নাও। কিন্তু খুতবার জন্য দ্রুত না যাইবার কারণে খুতবার যে অংশ বাদ পড়িয়া যাইবে তাহা আর কোন সময়ে পাওয়া যাইবেনা। বরং খুতবাহ ত্যাগ হইয়া গেলে তাহার নাম জুময়া পাঠকারীদের তালিকা থেকে বাদ পড়িয়া যাইবে। যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ইমাম খুতবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলে ফিরিশ্তাগণ জুময়ায় অংশ গ্রহণকারীদের নাম তালিকাভূক্ত করিবার দফতর বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

খুতবাহ ভাষণ নয়

জুময়ার খুতবাহ আদৌ ভাষণ নয়, বরং উহা হইল ইবাদত। এই কারণে খুতবার সময়ে কথা বার্তা বলা নিষেধ। এমনকি কেহ যদি খুতবার মধ্যে কথা বলিয়া থাকে, তাহাও ভূল হইবে। যেমন বোখারী ও মুসলিমের মধ্যে জুময়ার অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন-

" اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِکَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ "

জুময়ার দিনে ইমামের খুতবাহ দেওয়ার সময় যখন তুমি তোমার সাথীকে বলিবে- চুপ করো, তখন তাহা তোমার ভুল হইবে।

আরো কয়েকটি হাদীস

(ক) হজরত আবু দারদা রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন-

" جَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَتَلاَ آيَةً وَ اِلَى جَنْبِى اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ يَااُبَىُّ! مَتَى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَاَبَى اَنْ يُكَلِّمَنِىْ حَتّٰى اِذَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ مَالَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ اِلَّا مَا لَغَوْتَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَجِئْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّكَ تَلَوْتَ آيَةً وَاِلَى جَنْبِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ مَتَى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَاَبَى لَنْ يُكَلِّمَنِىْ حَتّٰى اِذَا نَزَلْتُ زَعَمَ اَنَّهُ لَيْسَ لِىْ مِن جمعَتِىْ اِلَّا مَالَغَوْتُ قَالَ صَدَقَ اِذَا سَمِعْتَ اَمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَانْصِتْ حَتّٰى يَنْصَرِفَ "

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জুময়ার দিনে মানুষকে খুতবাহ দেওয়ার জন্য মিম্বারে উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং খুতবাহতে একটি আয়াত পাঠ করিয়াছেন। আমার পাশে ছিলেন হজরত উবাই ইবনো কায়াব। আমি তাঁহাকে বলিলাম- উবাই! এই আয়াতটি কবে নাযিল হইয়াছে? তিনি আমার সঙ্গে কথা বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মিম্বার থেকে নামিয়াছেন তখন তিনি আমাকে বলিয়াছেন- তোমার জুময়া তো বেকার হইয়া গিয়াছে। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজ থেকে বিরত হইলে আমি তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়া বলিয়াছি- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি একটি আয়াত তিলাওয়া করিয়াছেন এবং আমার পাশে উবাই ইবনো কায়াব ছিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি- এই আয়াতটি কখন অবতীর্ণ হইয়াছে? তিনি আমার সহিত কথা বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তারপর যখন আপনি মিম্বার থেকে নামিয়াছেন তখন বলিয়াছেন- তোমার জুময়া বাতিল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলিয়াছেন- উবাই ঠিক বলিয়াছেন। যখন তুমি তোমার ইমামকে খুতবাহ দিতে শুনিবে তখন তুমি চুপ থাকিবে যতক্ষন তিনি খুতবাহ শেষ করিয়া না থাকে। (ত্বাহাবী শরীফ)

বর্তমান হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসটির পূর্ণ সমর্থক, বরং উহার পূর্ণ ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। কারণ, বোখারী ও মোসলেমের বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ইমামের খুতবাহ পাঠ করিবার সময়ে অন্যকে কথা বলিতে নিষেধ করাও ভূল। হজরত আবু দারদা রাদী আল্লাহু আনহু এই কথাকে নিজের ব্যাপার বর্ণনা করতঃ আরো পরিস্কার করিয়া দিয়াছেন যে, আমি স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খুতবাহ প্রদানের সময় হজরত উবাই ইবনো কায়াবকে একটি প্রশ্ন করিলে তিনি আমাকে উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি হুজুর পাককে অবগত করাইলে তিনি হজরত কায়াব ইবনো উবাইকে সমর্থন করিয়াছেন।

যাইহোক, বর্ণিত হাদীসদ্বয় হইতে পরিষ্কার জানা গিয়াছে যে, খুতবার ভিতর শ্রোতা বৃন্দের জন্য কোন ভাল কাজের আদেশ করিবার অনুমতি নাই। যদি খুতবার অর্থ ভাষণ বা ওয়াজ ও নসীহত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় 'আম্‌র বিল্ মা'রূফ' বা ভাল কাজের আদেশ করা নিষেধ হইত না। খুতবার অর্থ যদি ভাষণ বা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উহা কখনই

pdf By Syed Mostafa Sahib

নিষেধ করিতেন না। বরং খুতবাহ হইল 'জিকরুল্লাহ' বা আল্লাহর ইবাদত। এইজন্য খুতবার ভিতরে একেবারে নীরব থাকা জরুরী। কোন রকম কথা বার্তা বলা ও কাজ কর্ম করা জায়েজ নয়।

(খ) হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে-

" قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْاِمَامُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ "

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- তোমাদের মধ্যে কেহ যখন মসজিদে যাইবে এবং ইমাম মিম্বারের উপরে থাকিবে তখন না কোন নামাজ হইবে, না কোন কথা বলা হইবে। হাদীসটি তিবরানী কাবীরের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

(গ) হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে-

" قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خُرُوْجُ الْاِمَامِ لِلصَّلٰوةِ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ وَ كَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ "

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- নামাজের জন্য ইমাম বাহির হইলে (মুক্তাদীর) নামাজ পড়া বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার কথা বলা আরম্ভ হইলে কথা বলা বন্ধ হইয়া যায়। (বায়হাকী)

(ঘ) হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে-

" اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ رَوَاهُ الْاِمَامُ مَالِكُ وَ الشَّافِعِىُّ وَالْاِمَامُ مُحَمَّدٌ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِزِى حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ "

নিশ্চয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- জুময়ার দিনে ইমামের খুতবাহ পাঠ করিবার সময় যখন তুমি তোমার সঙ্গীকে বলিবে- চুপ করো, নিশ্চয় তোমার ভুল হইবে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম মালিক, শাফয়ী, ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোহাম্মাদ, দারিমী, ইবনো মাজা। ইমাম তিরমিজী বলিয়াছেন- হাদীসটি হাসান সহী।

(ঙ) হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে-

" قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا وَالَّذِىْ يَقُوْلُ لَهُ اَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ رَوَاهُ الْإِمَامِ اَحْمَدُ "

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি জুময়ার দিনে ইমামের খুতবাহ পাঠ করিবার সময়ে কথা বলিবে সে সেই গাধার ন্যায় যে বড় বড় কিতাব বহন করিয়া থাকে (কিন্তু কিছু বুঝিতে পারেনা) এবং যে ব্যক্তি তাহাকে চুপ করিতে বলিবে তাহার জুময়া হইবেনা। হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন।

(চ) হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে-

" قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ رَوَاهُ الْإِمَامُ اَحْمَدُ "

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি বলিল- চুপ করো, সে নিশ্চয় কথা বলিয়াছে এবং যে ব্যক্তি কথা বলিয়াছে তাহার জুময়া হয় নাই। হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন।

বর্ণিত হাদীসগুলি থেকে জানা যাইতেছে যে, জুময়ার নামাজের জন্য খুতবাহ একটি জরুরী বিষয়। এই জন্য খুতবাহ চলা কালিন কথা তো দুরের কথা, নামাজ পর্যন্ত পড়িবার অনুমতি নাই। হাদীস পাকে আরো বলা হইয়াছে যে, কথা বলিলে তাহার জুময়া হইবে না এবং তাহাকে গাধার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এইগুলি থেকে প্রমাণ হইতেছে যে, খুতবাহ কেবল ভাষণ নয়, বরং উহা হইল জিকরুল্লাহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফকীহগণ বলিয়াছেন

'কানযুদ দাকায়েক' এর মধ্যে বলা হইয়াছে-

" اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلاَ صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ " যখন ইমাম (তাহার কামরা থেকে) বাহির হইবে (অথবা খুতবার জন্য দাঁড়াইবে) তখন না নামাজ পড়া হইবে, না কথা বলা হইবে।

ইহার টীকায় বলা হইয়াছে-

" اِذَا ظَهَرَ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلٰوةَ وَالْكَلَامَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَةٍ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ "

জুময়ার দিনে যখন ইমাম জাহির হইবে তখন মানুষ নামাজ পড়া ও কথা বলা বন্ধ করিয়া দিবে যতক্ষন পর্যন্ত ইমাম খুতবাহ থেকে বিরত না হইবে। ইহা ইমাম আবু হানীফার অভিমত। কারণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- যখন ইমাম বাহির হইবে তখন না নামাজ পড়া হইবে, না কথা বলা হইবে।

শারহে বিকাইয়ার মধ্যে বলা হইয়াছে-

" اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَرُمَ الصَّلٰوةُ وَالْكَلَامُ حَتّٰى يَتِمَّ خُطْبَتَهٗ "

যখন ইমাম বাহির হইবেন তখন নামাজ ও কথা বলা হারাম হইয়া যায়, যতক্ষন তাহার খুতবাহ শেষ না করিয়া থাকেন।

দুর্রে মুখতারের মধ্যে বলা হইয়াছে-

" كُلُّ مَا حَرُمَ فِىْ الصَّلٰوةِ حَرُمَ فِيْهَا اَىْ فِى الْخُطْبَةِ خُلَاصَةٌ وَغَيْرُهَا فَيَحْرُمُ اَكْلٌ وَشُرْبٌ وَكَلَامٌ وَلَوْ تَسْبِيْحًا رَدُّ السَّلَامِ اَوْ اَمْرًا بِمَعْرُوْفٍ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يَسْكُتَ "

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমস্ত জিনিষ যাহা নামাজের মধ্যে হারাম তাহা খুতবার মধ্যে হারাম। খোলাসা ইত্যাদি। সূতরাং পানাহার ও কথা বলা, যদিও তাসবীহ হয়, অথবা সালামের জবাব দেওয়া, অথবা ভাল কাজের আদেশ করা হারাম হইবে, বরং তাহার প্রতি শ্রবণ করা ও নীরব থাকা অয়াজিব।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ হইতেছে যে, খুতবার সম্মান নামাজের মত। সূতরাং খুতবাহ ভাষণ নয়, বরং উহা হইল জিকরুল্লাহ। যদি জিকরুল্লাহ না হইয়া ভাষণ হইত, তাহা হইলে কেবল 'আল্ হামদু লিল্লাহ' সুবহানাল্লাহ বলিলে খুতবাহ আদায় হইয়া যাইতনা। অথচ ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহির নিকটে এই প্রকার সংক্ষিপ্ত খুতবাহ জায়েজ। খুতবাহ কেবল ভাষণ হইলে তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হইত কিন্তু খুতবাহ হইল জিকরুল্লাহ। এই কারণে উহা বুঝিবার প্রয়োজন নাই। বরং খুতবার সময় উহা শ্রবণ করা অথবা শ্রবণ সম্ভব না হইলে নীরব থাকা জরুরী।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) ইতিপূর্বে হাদীস থেকে ও ফকীহদের উক্তি থেকে জানা গিয়াছে যে, খুতবার সময় কথা বলা তো দুরের কথা, নামাজ পড়াও জায়েজ নয়। কিন্তু এমন অনেক হাদীস থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার খুতবার ভিতরে নামাজ পড়িবার অনুমতি দিয়াছেন। যথা- (ক) হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন-

"جَاءَ سَلِيْكُ الْغَطْفَانِىُ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
اَ صَلَّيْتَ قَبْلَ اَنْ تَجِىْءَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খুতবাহ পাঠ করিবার সময় হজরত সালীক গাত্বফানী রাদী আল্লাহু আনহু উপস্থিত হইলে হুজুর পাক তাহাকে বলিয়াছেন- তোমার আসিবার পূর্বে তুমি কি নামাজ পড়িয়াছো? তিনি বলিয়াছেন- না। তখন হুজুর পাক বলিয়াছেন- তুমি দুই রাকয়াত নামাজ পড়িয়া নাও। (ইবনে মাজা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(খ) হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন-

"دَخَلَ رَجُلٌ مِّنْ قَيْسٍ الْمَسْجِدَ وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَ اَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهٖ"

কায়েস কাবীলার জনৈক ব্যক্তি সেই সময়ে মসজিদে প্রবেশ করিয়াছেন যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খুতবাহ প্রদান করিতে ছিলেন। হুজুর পাক বলিয়াছেন- তুমি উঠিয়া দুই রাকয়াত পড়িয়া নাও এবং তিনি লোকটির নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত খুতবাহ থেকে বিরত ছিলেন।

(গ) হজরত মু'তামির তাঁহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন-

"جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا فُلَانُ اَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ ثُمَّ انْتَظَرَهُ حَتّٰى صَلّٰى"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খুতবাহ প্রদান করিতেছিলেন। এই সময়ে জনৈক ব্যক্তি আসিলে হুজুর পাক তাহাকে বলিয়াছেন- অমুক! তুমি কি নামাজ পড়িয়াছো? লোকটি বলিয়াছেন- না। হুজুর বলিয়াছেন- উঠিয়া নামাজ পড়ো। তারপর হুজুর তাহার নামাজ পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছেন। (দারুকুতনী)

উল্লেখিত হাদীসগুলি থেকে প্রমান হইতেছে যে, খুতবার সময় নামাজ পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ফীহগণ এই হাদীসগুলির উত্তর এই প্রকার দিয়াছেন যে, ইহা সেই সময়কার কথা যখন নামাজের মধ্যে কথা বলা নিষেধ ছিলনা। যখন থেকে নামাজের মধ্যে কথা বলা নিষেধ হইয়া গিয়াছে তখন থেকে খুতবার মধ্যে সমস্ত জিনিষ নিষেধ হইয়া গিয়াছে। যেমন হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে-

"اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَرَ سَلِيْكًا اَنْ يَّرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَهَى النَّاسَ اَنْ يُّصَلُّوْا وَ الْاِمَامُ يَخْطُبُ"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত সালীক রাদী আল্লাহু আনহুকে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবার হুকুম দিয়াছেন। অতঃপর তিনি মানুষকে ইমামের খুতবাহ প্রদানের সময় নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। (আল বাদাউস সানায়ে)

মোটকথা, খুতবাহ 'বুঝিবার' উপর নির্ভর করিয়া থাকেনা। অনুরূপ খুতবাহ বুঝিতে না পারিলে অকারণ হইয়া যাইবেনা। যেমন আজান, ইকামত, নামাজ, তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ ও হাদীস্ শরীফে বর্ণিত বহু প্রকার দুয়া; এইগুলি সবই আরবী ভাষায় পড়া হইয়া থাকে। বরং এই জিনিষগুলি আরবী ভাষায় পড়িতে হইবে তবেই এইগুলির বৈশিষ্ট বজায় থাকিবে। সাধারণ মানুষ এইগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিবে। বুঝিতে পারিলে খুবই ভাল। বুঝিতে না পারিলে বুঝিবার জন্য এইগুলি আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় পড়া চলিবেনা। অনুরূপ খুতবাহ বুঝিতে না পারিলে অন্য ভাষায় পড়া জায়েজ হইবেনা। কারণ, ইহাতে উহার বৈশিষ্ট নষ্ট হইয়া যাইবে। তবে কেবল এতটুকু অবকাশ রহিয়াছে যে, যদি অন্য ভাষায় খুতবাহ দেওয়া হইয়া থাকে এবং উহার মধ্যে আল্লাহর জিকির সামান্য থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ইহাতে ইমাম আবু হানীফার নিকটে আসল ফরজটুকু আদায় হইয়া জুময়ার শর্ত পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, এইরূপ করা জায়েজ। কারণ, অনেক নিষিদ্ধ জিনিষ এমন রহিয়াছে যে, যাহা করিলে কাজটি হইয়া যাইবে কিন্তু করিবার অনুমতি নাই। যেমন আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় নামাজ পড়া বিশেষ ক্ষেত্রে কাহার জন্য জায়েজ হইলেও কাহারো জন্য ইহার অনুমতি নাই। এই জন্য ইমাম আবু হানীফার দুইজন বিশিষ্ট শাগরিদ ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বলিয়াছেন, যদি আরবী ভাষায় খুতবাহ দিতে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্য ভাষায় দেওয়ায় দোষ হইবেনা। অন্যথায় নয়।

একটি সন্দেহের অবসান

খুতবাহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, খুতবাহ শিক্ষা মূলক একটি ভাষণ নয়, বরং উহা হইল জিকরুল্লাহ বা আল্লাহর ইবাদত। কিন্তু 'দুর্রে মুখতার' কিতাবে বলা হইয়াছে-

"لِاَنَّ الْخُطْبَةَ شُرِعَتْ لِلتَّعَلُّمِ" কারণ, খুতবাহ শিক্ষার জন্য চালু করা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এখানে খুতবাহকে শিক্ষা বলা হইয়াছে কেন? হ্যাঁ, দুর্রে মুখতারের ভাষার ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে যে, খুতবার আসল উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার জিকির। অবশ্য খুতবার মধ্যে শিক্ষা থাকিতে পারে। যদি বলা হইয়া থাকে যে; খুতবার আসল অর্থ শিক্ষা দেওয়া, তাহা হইলে যে খুতবার মধ্যে শিক্ষার কিছুই নাই সেই খুতবাহ নিশ্চয় খুতবাহ বলিয়া গণ্য হইবেনা। যেমন ইমাম আবু হানীফার নিকটে কেবল 'আল হামদু লিল্লাহ' অথবা কেবল 'সুবহানল্লাহ' বলিলে খুতবাহ আদায় হইয়া যাইবে। অথচ এই শব্দগুলির মধ্যে কোন শিক্ষার কথা নাই। আর যদি সম্পূর্ণ খুতবার মধ্যে অয়াজ, নসীহত ও উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, এবং আল্লাহর জিকির অর্থে কোন শব্দ না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই খুতবাহ আদায় হইবেনা। আল্লাহ তায়ালা বুঝিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন।

'জিকরুল্লাহ'র ভাষা আরবী

রব্বুল আলা'মীন আল্লাহ সমস্ত মাখলূকের মন মানষিকতা, অবস্থা ও ভাষা সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন বলিয়া তবেই তো তিনি খালেক বা সৃষ্টিকর্তা। তবুও তাহার নিকটে সব চাইতে পছন্দনীয় ভাষা হইল আরবী ভাষা। কারণ, এই ভাষাটি হইল তাহার মাহবুব হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ভাষা। বান্দা নিজের ভাষায় আল্লাহর নিকটে আবেদন নিবেদন করিবে তাহা তিনি শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রতিদিন পাঁচটি টাইম আরবী ভাষায় আল্লাহর দরবারে নামাজের মাধ্যমে আবেদন জানাইতে হয়। এখানে বান্দা যদি বলিয়া থাকে যে, আমি আমার ভাষায় নামাজের মধ্যে সূরাহ ও দুয়াগুলির অনুবাদ করিয়া দিব, তাহা হইলে নামাজ হইবেনা। অনুরূপ হাদীস পাকে যে সমস্ত দুয়ার যে শব্দগুলি বর্ণিত হইয়াছে সেগুলি ঠিক সেই অবস্থায় রাখিয়া পাঠ করিলে তবেই সেগুলির বৈশিষ্ট বজায় থাকিবে এবং সেগুলির ফজীলত হাসেল হইবে। সূতরাং 'সুবহা নাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ' ইত্যাদি শব্দগুলির অনুবাদ উচ্চারণ করিলে এই শব্দগুলির ফজীলত পাওয়া যাইবেনা। যেমন বোখারী শরীফের মধ্যে -

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ 'সুবহা নাল্লাহি অবিহামদিহী সুবহা নাল্লাহিল আজীম' এর বিরাট বৈশিষ্টের কথা বলা হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই সময়ে হাসেল হইবে যখন উহা হাদীসের ভাষায় উচ্চারণ করা হইবে। বাংলায় অনুবাদ উচ্চারণ করিলে হইবেনা। আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতারের মধ্যে ইহার একটি কারণ বর্ণনা করিয়াছেন-

"اَلتَّكْبِيْرُ عِبَادَةُ اللهِ تَعَالٰى وَاللهُ تَعَالٰى لَا يُحِبُّ غَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ"

'তাকবীর' হইল আল্লাহ তায়ালার ইবাদত। আর আল্লাহ তায়ালা আরবী ছাড়া পছন্দ করিয়া থাকেন না। মোটকথা, খুতবাহ যখন 'জিকরুল্লাহ' বা আল্লাহর ইবাদত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তখন খুতবাহকে নামাজ ও অন্যান্য দুয়া দরূদের ন্যায় অবিকল আরবী ভাষায় রাখিয়া আদায় করিতে হইবে। এলাকায়ী ভাষায় আদায় করিবার সিদ্ধান্তে যাওয়া নিশ্চয় গোমরাহী হইবে।

বাংলা ভাষায় খুতবাহ বিদ্য়াত

আরবী ভাষায় খুতবাহ পাঠ করা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবায় কিরামদিগের সুন্নাত। সাহাবায় কিরাম আরব শরীফের বাহিরে অনেক দেশে দ্বীন ইসলাম প্রচারের জন্য গিয়াছেন। তাঁহারা সেখানে সেই দেশের ভাষায় সারা সপ্তাহ ওয়াজ নসীহত করিয়াছেন কিন্তু জুময়ার দিন আরবী ভাষায় খুতবাহ পাঠ করিয়াছেন। সাহাবায় কিরাম কোন দিন বিদেশী ভাষায় খুতবাহ দিয়াছেন বলিয়া কোন প্রকার প্রমান নাই। সূতরাং আরবী ভাষায় খুতবাহ পাঠ করা সুন্নাতে রাসুল ও সুন্নাতে সাহাবা। এই সুন্নাতকে পরিবর্তন করা হইবে বিদয়াতে সাইয়েয়াহ বা গোমরাহী কারণ, যে কাজের দ্বারায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত পরিবর্তন হইয়া যায় সেই কাজকে বলা হইয়া থাকে বিদয়াতে সাইয়েয়াহ। যেমন 'নাসিমুর রিয়াজ' এর মধ্যে বলা হইয়াছে-

"اَلْبِدْعَةُ الْمَذْمُوْمَةُ مَازَاحَمَ السُّنَّةَ الْمَاثُوْرَةَ اَوْ كَانَ يُقْضِىْ اِلٰى تَغْيِيْرِهَا"

সুন্নাতের বিপরীত অথবা সুন্নাতকে পরিবর্তন করিয়া থাকে তাহা হইল নিন্দোনীয় বিদয়াত। প্রকাশ থাকে যে, এই প্রকার বিদয়াত সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- "كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ" প্রত্যেক বিদয়াত হইল গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর স্থান জাহান্নাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনেক সময়ে বক্তা শ্রোতাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দুই তিন রকমের ভাষণ দিয়া থাকেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মসজিদে দেশ বিদেশের বহু মানুষ উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তিনি তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া কোন সময়ে খুতবার মধ্যে আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করেন নাই। এখন প্রশ্ন হইল যে, তিনি অন্য ভাষা জানিতেন কিনা? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সব ভাষা জানিতেন কিন্তু বলিতেন না। যিনি জন্তু জানোয়ারের ভাষা বুঝিতেন, যিনি কাঠ ও পাথরের ভাষা বুঝিতেন, তিনি সমস্ত মানুষের ভাষা বুঝিবেন না কেন! তিনি কেবল সমস্ত ভাষা জানিতেন এমন কথা নয়, বরং তিনি ভাষার কানেক্শান দিতে জানিতেন। যেমন হজরত জা'ফর ইবনো আমর রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন-

"بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَرْبَعَةَ نَفَرٍ اِلٰى اَرْبَعَةِ وَجُوْهٍ رَجُلاً اِلٰى كِسْرٰى وَرَجُلًا اِلٰى قَيْصَرَ وَرَجُلًا اِلَى الْمُقَوْقَسِ وَبَعَثَ عَمْرَوبْنُ اُمَيَّةَ اِلَى النَّجَاشِى فَاَصْبَحَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ بُعِثَ اِلَيْهِمْ"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চার ব্যক্তিকে চার দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। একজনকে পারস্যে, একজনকে রোমে, একজনকে মিশরে ও আমর ইবনো উমাইয়াকে হাবশায় প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই সকালে সেই সম্প্রদায়ের ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যাহাদের নিকটে তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে। (খাসায়েসে কোবরা)

বাংলা ভাষায় খুতবার ক্ষতি

এ পর্যন্ত খুতবাহ সম্পর্কে কুরয়ান, হাদীস ও ইল্মে ফিকহ এর আলোকে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা থেকে ইহাই প্রমাণ হইয়া থাকে যে, খুতবাহ আরবী ভাষায় রাখিয়া দেওয়া জরুরী। অন্য ভাষায় খুতবাহ দেওয়া অত্যন্ত ক্ষতির কারণ। যেমন- (ক) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবায় কিরাম আরবী ভাষায় খুতবাহ দিয়াছেন। সূতরাং আরবী ভাষায় খুতবাহ দেওয়া সুন্নাত। বাংলা ভাষায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

খুতবাহ দিলে সুন্নাতে রাসুল ও সুন্নাতে সাহাবার খেলাফ করা হইবে। যাহা হাদীসের ভাষায় বিদয়াত ও গোমরাহী।

(খ) সাহাবায় কিরাম পৃথিবীর ভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য পৌঁছিয়া তাহাদের দেশীয় ভাষায় ভাষণ দিয়াছেন কিন্তু জুময়ার দিন আরবী ভাষায় খুতবাহ দিয়াছেন। অন্য ভাষায় খুতবাহ দেওয়া জায়েজ থাকিলে তাঁহারা অবশ্যই যে দেশে ছিলেন সেই দেশীয় ভাষায় খুতবাহ দিতেন। বাংলা ভাষায় খুতবাহ দিলে সাহাবায় কিরামদিগের চিন্তা বিরোধী কাজ করা হইবে। যাহা মুসলমানদের জন্য ক্ষতির কারণ।

(গ) আরবী ভাষায় খুতবাহ দেওয়া হুজুর পাক ও সাহাবায় কিরামদিগের সুন্নাত। পরবর্তীকালের আইম্মায়ে কিরাম ও আউলিয়ায় কিরামগণ যূগ যূগ ধরিয়া এই সুন্নাতকে বিনা পরিবর্তনে আরবী ভাষায় রাখিয়া দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় খুতবাহ দিলে আইম্মায়ে কিরাম ও আউলিয়ায় কিরামদিগের তরীকাকে ত্যাগ করতঃ এক নতুন পথ সন্ধান করা হইবে, যাহা নিশ্চয় ক্ষতির কারণ।

(ঘ) আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মুসলিম দেশের উলামায় কিরাম নিজ নিজ দেশীয় ভাষায় খুতবাহ দিয়াছেন বলিয়া প্রমান নাই। বাংলা ভাষায় খুতবাহ দিলে বিশ্বের উলামায় কিরামদিগের মত ও পথকে উপেক্ষা করতঃ নতুন মত পথ চালু করা হইবে, যাহা বিশ্ব মুসলিমদের জন্য ক্ষতির কারণ।

(ঙ) আরবী ভাষায় খুতবার মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমদের মধ্যে একটি ঐক্য দেখা যায়, বাংলা ভাষায় খুতবাহ দিলে এই ঐক্যতা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা অবশ্যই একটি ক্ষতির কারণ।

(চ) নামাজ ও সমস্ত দুয়া, দরূদ আরবী ভাষায় হইয়া থাকে এবং আরবী ভাষায় থাকা জরুরী। তবেই তো বিশ্ব মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যতা বজায় থাকিবে। বাংলা ভাষায় খুতবাহ দিলে প্রথম পর্য্যায় মুসলিম ঐক্যে অবশ্যই ভাঙন ধরিবে। খুতবার পরিবর্তন দেখিয়া ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে নামাজ ও দুয়া, দরূদকে পরিবর্তন করিবার প্রেরণা চলিয়া আসিবে, যাহা হইবে মুসলিম সমাজের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ।

(ছ) বর্তমানে বিশাল ভারতে হানাফী মাযহাব অবলম্বী উলামায় কিরামদিগের নিম্নস্তর হইতে শীর্ষস্থানীয় উলামায় কিরাম পর্যন্ত সবাই বাংলা ভাষায় বা আঞ্চলিক

ভাষায় খুতবাহ দেওয়ার বিপক্ষে। সূতরাং নিজেদের উলামাদিগকে অমান্য করিয়া কিছু গোমরাহ মডার্ণ মুসলমানের প্ররচনায় বাংলা ভাষায় খুতবার প্রলচন দেওয়ার কথা ভাবিতে যাওয়া হইবে চরম পর্য্যায়ের গোমরাহী।

(জ) ওহাবী (তথা কথিত আহলে হাদীস, সালাফী ও মোহাম্মাদী), দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি বাতিল ফিরকার লোকেদের পিছনে নামাজ পড়া হারাম। ভুল বশতঃ পড়িয়া ফেলিলে সেই নামাজ পুনরায় আদায় করা ফরজ। অন্যথায় ফরজ ত্যাগের গোনাহ আপনার জিম্মায় থাকিয়া যাইবে। অনুরূপ সেই ইমামের পশ্চাতে আপনার নামাজ পড়া নাজায়েজ হইবে, যে ইমাম বাংলা ভাষায় খুতবাহ দিবে অথবা আরবী ভাষায় খুতবাহ পাঠ করিতে করিতে উহার অনুবাদ শুনাইতে থাকিবে। আপনি ভাল করিয়া যাঁচাই করিয়া দেখিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, নিশ্চয় এই ইমাম কোন বাতিল ফিরকার মানুষ। ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা নিম্নের পুস্তকগুলি পাঠ করুন- তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য, সেই মহা নায়ক কে? তাবলিগী জামায়াতের অবদান! মাওদূদী প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

(ঝ) আজকাল অধিকাংশ মসজিদের ইমাম আলেম নয়। শরীয়ত সম্পর্কে সমঅবগত না হইবার কারণে যদি কোন সুন্নী ইমাম ওহাবীদের প্ররচনায় পড়িয়া বাংলায় খুতবাহ অথবা খুতবার মধ্যে বাংলা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার পিছনেও নামাজ হইবেনা। অবশ্য তিনি যদি তওবা করতঃ ভুল স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার পিছনে নামাজ হইবে।

বুঝিবার বোধ কোথায়?

আহলে সুন্নাত কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে মীলাদ শরীফ, সালাম ও কিয়াম, উরূস ও ফাতিহা ইত্যাদি যে সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন, সেই কাজগুলিকে ওহাবীরা বিদয়াত বলিয়া থাকে এবং কারণ দেখাইয়া থাকে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যূগে ও সাহাবাদের যূগে ছিলনা। ইহাদের এই কথাকে যদি মূহুর্ত কালের জন্য মানিয়া নেওয়া যায়, তাহা হইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যূগে ও সাহাবায় কিরামদিগের যূগে তো বাংলা ভাষায় খুতবাহ দেওয়ার প্রচলন ছিলনা। সূতরাং ইহা বিদয়াত হইবেনা কেন? যাহা হুজুর পাকের যূগে ছিলনা তাহা যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিদয়াত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহা হুজুর পাকের পবিত্র যুগ থেকে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত রহিয়াছে তাহা পরিবর্তন করিতে যাওয়া কত বড় বিদয়াত হইবে তাহা ওহাবীদের বুঝিবার বোধ কোথায়?

অবশ্যই মনে রাখিবেন

(১) ওহাবী সম্প্রদায় না হানাফী মাযহাবের মানুষ, না অন্য কোন মাযহাবের মানুষ। ইহারা চার মাযহাবের শত্রু, বিশেষ করিয়া হানাফী মাযহাবের মহা শত্রু। ইহাদের জন্ম বৃটিশ পিরিয়ডের আগে নয়। মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাবের অনুসরণ কারীদের ওহাবী বলা হইয়া থাকে। ইহারা বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন করতঃ নিজদিগকে 'আহলে হাদীস' নাম নিয়াছিল। বর্তমানে ইহারা নিজদিগকে কখনো মোহাম্মাদী, কখনো আহলে হাদীস, কখনো সালাফী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা ইহাদিগকে সব সময়ে 'গায়ের মুকাল্লিদ', 'লা- মাযহাবী' বলিয়া থাকি। ইহারা ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহিকে খুব ছোট করিয়া থাকে এবং ইমাম বোখারী রহমা তুল্লাহি আলাইহিকে খুব বড় করিয়া থাকে।

(২) ইমাম আবু হানীফার জন্ম সত্তর অথবা আশি হিজরীতে এবং ইন্তেকাল দেড়শত হিজরীতে হইয়া ছিল। ইমাম বোখারীর জন্ম একশত চুরানব্বই অথবা দুইশত চার হিজরীতে হইয়াছিল এবং ইন্তেকাল দুইশত ছাপান্ন হিজরীতে হইয়া ছিল।

ইমাম আবু হানীফার দাদার নাম ছিল যাওত্বী। ইসলাম গ্রহনের পর তাহার নাম হয় নো'মান। ইমাম আবু হানীফার পিতার নাম সাবিত। ইমাম আবু হানীফার নাম নো'মান। দাদা নো'মান, পিতা সাবিত ও স্বয়ং ইমাম সাহেব তিনজনই ছিলেন তাবেয়ী। যাহারা সাহাবায় কিরামদিগের দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাহাদিগকে বলা হইয়া থাকে তাবেয়ী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- لَا تَمَسُّ النَّارُ مَنْ رَآنِىْ اَوْ رَآئَى مَنْ رَآنِىْ আমাকে যে দেখিয়াছে অথবা আমার সাহাবাদিগকে যে দেখিয়াছে তাহাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবেনা। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম বোখারীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট ছিলনা। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা বিশের (২০জনেরও) বেশি সাহাবায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিরামদিগের দর্শন লাভ করিয়াছেন। যথা- হজরত আনাস ইবনো মালিক, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো উনাইস, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যুনদুব যুবাইদী, হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ আনসারী, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আবী আওফা, হজরত অসেলা ইবনো আসকায়া, হজরত আবু তুফাইল আসির ইবনো অসেলা, হজরত সাহাল ইবনো সায়াদ সায়িদী, হজরত সায়িদ ইবনো খাদো, হজরত সায়েল ইবনো ইয়াযিদ ইবনো সাঈদ, হজরত মাহমূদ ইবনো রাবীয়, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো জা'ফর, হজরত আবু উমামা বাহিলী, হজরত আয়শা ইবনো আজরাদ (সাহাবীয়া), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো উবাই হাবীবাহ রাদী আল্লাহু আনহুম। ইবনো হাজার আসকালানী, ইবনো হজার মাক্কী, জালালুদ্দীন সীয়ূত্বী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখিত সাহাবগণের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইমাম বোখারীর বাড়ীতে ইমাম আবু হানীফার ইল্ম চমকাইয়াছে। কারণ, ইমাম বোখারী হইলেন ইমাম আবু হানীফার পোতা শাগরিদ। ইমাম আবু হানীফার শিষ্য ও শিষ্যের শিষ্য ইমাম বোখারীর উস্তাদ ছিলেন। ইমাম বোখারীর পিতাও ইমাম আবু হানীফার শাগরিদের শাগরিদ ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খুব কাছা কাছি সময়ের মানুষ ছিলেন। এই জন্য তাঁহার বর্ণনা করা চার হাজার হাদীসের অধিকাংশ 'সুলাসী'। এই সুলাসী হাদীসের গুরুত্ব সব চাইতে বেশি। 'সুলাসী' হাদীসের অর্থ হাদীস বর্ণনাকারীর থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত মাঝখানে মাত্র তিনজন বর্ণনাকারী থাকেন। এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বোখারী শরীফের মধ্যে মাত্র বাইশটি রহিয়াছে। ইমাম বোখারী এই বাইশটির মধ্যে আঠারোটি হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহার হানাফী উস্তাদদিগের নিকট থেকে। কোন কিতাবে বলা হইয়াছে তিনি কুড়িটি হাদীস হানাফী উস্তাদদিগের নিকট থেকে সংগ্রহ করিয়াছেন। বাকী চারটি অথবা দুইটি হাদীস অন্য শায়েখদের কাছ থেকে সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইমাম আবু হানীফা যেমন ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামুল আইম্মাহ (ইমামদিগের ইমাম) ছিলেন, তেমন তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রেও ইমামুল আইম্মাহ। ইমাম বোখারী কেবল হাদীস শাস্ত্রে ইমাম ছিলেন কিন্তু ইল্মে ফিকহের কোন ইমাম ছিলেন না। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা ইল্মে ফিকহের দায়িত্ব নিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি ফিকাহ শাস্ত্রে বিখ্যাত ছিলেন। অন্যথায় হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার যে খিদমত

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহিয়াছে তাহা ইমাম বোখারীর খিদমত অপেক্ষা বহুগুনে বেশি। আল্লাহ তায়ালা সময়ের তাওফীক প্রদান করিলে ইহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইবে।

ইমাম আবু হানীফার নামে একটি স্বতন্ত্র মাযহাব রহিয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশ ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অবলম্বী। ইমাম বোখারীর নামে কোন মাযহাব নাই, বরং তিনি স্বয়ং শাফয়ী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন অথবা ইমাম শাফয়ীর স্বপক্ষে ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা ইল্মে ফিকহের জনক। তিনি হইতেছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইল্মে ফিকাহকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। তাঁহার পূর্বে ফিকাহ শাস্ত্র বলিয়া কিছু ছিলনা। মানুষ মসলা মাসায়েল যাহা জানিয়াছেন তাহা হাদীসের মাধ্যমে। মোটকথা, কুরয়ান ও হাদীসের সংবিধানকে সামনে রাখিয়া ইমাম আবু হানীফা ইসলামিক আইন তৈরি করিয়া ছিলেন। কোন দেশকে ইসলামের উপরে পরিচালনা করিবার জন্য ইসলামিক আইনের প্রয়োজন। কেবল কুরয়ান ও হাদীস দিয়া কোন দেশকে ইসলামের উপর পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানীফার ফিকহা না থাকিলে ইসলাম অচল হইয়া যাইত এবং বিশ্ব মুসলিমের ইসলামী জীবন পঙ্গু হইয়া যাইত। ইহার বাস্তবতা এখনই উপলব্ধি করা যাইবে যদি একবার কোট কাছারীর দিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। আদালতে গিয়া সংবিধান দেখাইলে হইবেনা, বরং আইন দেখাইতে হইবে। সংবিধান ও আইন এক জিনিষ নয়। কুরয়ান ও হাদীস হইল সংবিধান এবং ইল্মে ফিকাহ হইল আইন। ইল্মে ফিকাহ ছাড়া কুরয়ান ও হাদীস থেকে সব জিনিষের ফায়সালা হইবেনা। যেমন এক ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ ওয়াক্ত কাজা হইয়াছে, তাহা স্মরণ নাই। এখন এই ব্যক্তি কি প্রকারে তাহার নামাজের কাজা আদায় করিবে? ইহার ফায়সালা কুরয়ান ও হাদীস থেকে কেহ দেখাইতে পারিবেনা। কিন্তু ফিকাহ শাস্ত্রে চলিয়া আসুন- সেখানে বলা হইয়াছে- লোকটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিয়া দিবে। ইহা হইল একটি সামান্য দৃষ্টান্ত। ইল্মে ফিকাহ ছাড়া বিশ্ব মুসলিম একধাপ চলিতে পারিবেনা। কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত বিশ্ব মুসলিমদের উপরে ইমাম আবু হানীফার যে অবদান রহিয়াছে তাহা কাহারো অস্বীকার করিবার নয়। এই স্থলে ইমাম বোখারীর কোন অবদান নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইল্মে ফিকাহ ও ইল্মে হাদীস এক জিনিষ নয়। ইল্মে ফিকাহ হইল ইসলামী আইন শাস্ত্র। ইল্মে হাদীস হইল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পূর্ণ জীবন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, যাহা করিয়াছেন ও যাহা সমর্থন করিয়াছেন সেইগুলি সনদের সহিত একত্রিত করা। ইল্মে ফিকহার পন্ডিতকে ফকীহ বলা হইয়া থাকে। ইল্মে হাদীসের পন্ডিতকে মুহাদ্দিস বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক মুহাদ্দিসের জন্য ফকীহ হওয়া শর্ত নয়। কিন্তু প্রত্যেক ফকীহ এর জন্য মুহাদ্দিস হওয়া শর্ত। কারণ, মুহাদ্দিসের কাজ কেবল হাদীস সংকলন করা এবং ফকীহ এর দায়িত্ব কুরয়ান ও হাদীস থেকে মসলা বাহির করা। ইহা এক খোদা প্রদত্ব প্রতিভা। এই প্রতিভা পূর্ণ মাত্রায় পাইয়া ছিলেন ইমাম আ'যম আবু হানীফা। তাঁহার পর থেকে এ পর্যন্ত এই প্রকার প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইমাম বোখারী ফকীহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন কেবল একজন উচ্চ পর্য্যায়ের মুহাদ্দিস। মুহাদ্দিস হওয়া সহজ কিন্তু ফকীহ হওয়া সহজ নয়। ইহা আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ব খাস প্রতিভা। এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন-

" مَنْ يُرِيْدُاللهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ "

আল্লাহ তায়ালা যাহার সহিত মঙ্গল চাহিয়া থাকেন তাহাকে দ্বীনের ফকীহ করিয়া থাকেন। (বোখারী) সূতরাং যাহারা ফকীহদিগের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে শয়তানী স্বভাব রহিয়াছে। কারণ, হাদীস পাকে বলা হইয়াছে-

" فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ "

একজন ফকীহ শয়তানের কাছে এক হাজার আবিদ অপেক্ষা কঠিন। (তিরমিজী)

বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিজী, ইবনো মাজা; এই সমস্ত কিতাবের লেখকগণ কেহ ফকীহ ছিলেন না। ইহারা ছিলেন বড় বড় মুহাদ্দিস। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁহার সমস্ত শাগরিদ ছিলেন বড় বড় ফকীহ। ইমাম আবু হানীফা ইল্মে ফিকহার উপরে সেমিনার করিতেন। সেই সেমিনারে উপস্থিত থাকিতেন তাঁহার নির্বাচিত এমন চল্লিশজন শাগরিদ, যাঁহাদের একজনের মত ফকীহ আলেম তাহাদের পর থেকে একজন পৃথিবীতে পয়দা হয় নাই। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মাদ, ইমাম যুফার ও ইমাম হাসান ইবনো যিয়াদ প্রমূখ ইমামগণ ছিলেন ইমাম আবু হানীফার প্রথম সারির শিষ্য। এই সমস্ত ফকীহদের সহিত কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাদ্দিসের তুলনা করিতে যাওয়া বোকামী বই কিছুই নয়। ইমাম আবু হানীফার কথা তো বহু উর্ধে।

ইমাম আবু হানীফার যূগে সাহাবায় কিরামদিগের দর্শণ লাভকারী, লক্ষ লক্ষ হাদীসের হাফিজ হাজার হাজার তাবেয়ী হায়াতে ছিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ হাদীসের অর্থের উপর গবেষণা চালাইয়া হুজুর পাকের শরীয়তকে সুদৃঢ় করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করিয়াছেন ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহি। ইমাম মালিক, ইমাম শাফয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল ছিলেন অনেক পরের মানুষ। ইমাম সুলাইমান ইবনো মাহরান আ'মাশ ছিলেন ইমাম আবু হানীফার যূগের জবরদস্ত হাদীসের মুহাদ্দিস। তিনি বলিয়াছেন- আমার মজলিসে কোন এক ব্যক্তি আমাকে একটি মসলা জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। শেষ পর্যন্ত উত্তর দেওয়া সম্ভব হইল না। আমি ইমাম আবু হানীফাকে উত্তর জিজ্ঞাসা করিলাম। ইমাম আবু হানীফা খুব সুন্দর করিয়া মসলাটির উত্তর দিয়া দিলেন। আমি বলিলাম- আবু হানীফা! আপনি কোন্ হাদীসের আলোকে এই জবাব দিলেন? ইমাম আবু হানীফা সেই সমস্ত হাদীসের কথা বলিলেন যে হাদীসগুলি তিনি ইমাম সুলাইমান আ'মাশের নিকট থেকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আ'মাশ আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছেন- نَحْنُ صَيَادَلَةٌ وَاَنْتُمُ الْاَطِبَّاءُ আমরা হইলাম ঔষধ বিক্রেতা এবং আপনারা হইলেন ডাক্তার। মোটকথা, হাদীস মুখস্ত করা সহজ কাজ কিন্তু হাদীস থেকে মসলা বাহির করা কঠিন। ইহা বুঝিবার বোধ যাহাদের মধ্যে নাই তাহারা ইমাম আবু হানীফার থেকে ইমাম বোখারীকে বড় করিতে গিয়া গোমরাহ হইয়াছে।

(৩) বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনো মাজা; হাদীসের এই কিতাবগুলির সমষ্টিকে বলা হইয়া থাকে 'সিহাহ সিত্তা'। অর্থাৎ ছয়খানা সহী কিতাব। ইহার অর্থ এই নয় যে, এই কিতাবগুলির সমস্ত হাদীস সহী। বরং ইহার অর্থ হইল যে, এই হাদীসগুলিতে অন্য কিতাবগুলির তুলনায় সহী হাদীস বেশি রহিয়াছে। যাইহোক এই কিতাবগুলির লেখকগণ প্রত্যেকেই ছিলেন মুকাল্লিদ এবং প্রত্যেকেই ছিলেন একজন ইমামের মাযহাব অবলম্বী। কেবল ইমাম বোখারীর সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ তাহাকে মালেকী বলিয়াছেন। কেহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিয়াছেন, তিনি হাম্বালী ছিলেন। আবার কেহ বলিয়াছেন, তিনি সতন্ত্র মুজতাহিদ ছিলেন। কিন্তু কেহ প্রমান করিতে পারিবে না যে, তিনি তাকলীদ করা বা চার ইমামের মধ্যে কোন ইমামকে মানিয়া চলা শির্ক বা হারাম বলিয়াছেন। এই সমস্ত বড় বড় ইমামগণ যাহারা লক্ষাধিক হাদীসের হাফিজ ছিলেন তাহারা যখন চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাবকে অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন এবং কোন মাযহাবকে মান্য করা শির্ক ও হারাম বলিয়া যান নাই, তখন সেই সমস্ত মানুষ যাহাদের সঠিকভাবে পেশাব পায়খানা করিবার জ্ঞান নাই তাহাদের এই কথা বলা নিশ্চয় গোমরাহী হইবে যে, কুরয়ান ও হাদীস যথেষ্ট। কোন ইমাম মানিবার প্রয়োজন নাই, বরং কোন ইমামের মাযহাব মানিয়া চলা শির্ক ও হারাম। লা- হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ!

(৪) আমাদের দেশে ওহাবী সম্প্রদায়; যাহারা নিজদিগকে আহলে হাদীস, সালাফী ও মোহাম্মাদী বলিয়া থাকে; ইহারা নির্লজ্জের মত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে যে, ইমাম বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া হাদীসের সমস্ত মুহাদ্দিসগণ ছিলেন গায়ের মুকাল্লিদ এবং বোখারী, মোসলেম ইত্যাদি হাদীসের কিতাবগুলি আমাদের কিতাব। লা- হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! বাস্তব কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, এই ইমামগণ প্রত্যেকেই ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা বা ওলী উল্লাহ। ইহারা কেহ না ওহাবী ছিলেন, না ইহাদের মধ্যে ছিল কোন বদ্ আক্বীদাহ।

(৫) ইবনো তাইমিয়া ও ইবনো আব্দুল ওহাব নজদী; ইহারা ছিলেন যুগের জগত বিখ্যাত গোমরাহ। ইবনো তাইমিয়া হইলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি তিন তালাককে এক তালাক বলিয়াছেন। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারতের জন্য সফর করিবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই প্রকারে তিনি আহলে সুন্নাতের বহু হক্ব মসলার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাহার গোমরাহ হইবার ব্যাপারে সেই যুগের উলামায় ইসলাম একমত ছিলেন। যেমন তাফসীরে সাবী শরীফের মধ্যে তাহার গোমরাহী সম্পর্কে বলা হইয়াছে-

" قَالَ الْعُلَمَاءُ اِنَّهُ الضَّالُّ وَالْمُضِلُّ "

উলামায় ইসলাম বলিয়াছেন- ইবনো তাইমিয়া গোমরাহ ও গোমরাহকারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(আত্ তালাকু মার্রাতান' এর তাফসীর)

ইবনো তাইমিয়ার ন্যায় ইবনো আব্দুল ওহাব নজদী ছিলেন গোমরাহ ও গোমরাহকারী। ইবনো তাইমিয়া ইসলামের যাহা ক্ষতি না করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা বহুগুনে বেশি ক্ষতি করিয়াছেন ইবনো আব্দুল ওহাব নজদী। ইহার অনুসারীদিগকে ওহাবী বলা হইয়া থাকে। মক্কা ও মদীনাবাসীদের উপর ওহাবী নজদীদের অত্যাচার সম্পর্কে 'সাইফুল জাব্বার' ও 'বাওয়ারিকে মুহাম্মাদীয়া' এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতারের মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়াছেন-

" كَمَا وَقَعَ فِيْ زَمَانِنَا فِيْ اَتْبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ اَلَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوْا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَكَانُوْا يَنْتَحِلُوْنَ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ لٰكِنَّهُمْ اِعْتَقَدُوْا اَنَّهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَنَّ مَنْ خَالَفَ اِعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُوْنَ وَاسْتَبَاحُوْا بِذٰلِكَ قَتْلَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَ قَتْلَ عُلَمَائِهِمْ حَتّٰى كَسَّرَ اللّٰهُ تَعَالٰى شَوْكَتَهُمْ وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ ظَفَرَبِهِمْ عَسَاكِرُ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَ ثَلَاثٍ وَّ ثَلَاثِيْنَ وَ مِائَتَيْنِ وَاَلْفٍ "

যেমন আমাদের যূগে আব্দুল ওহাবের অনুসারীদের ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহারা নজ্দ (আরবের রিয়ায) থেকে বাহির হইয়াছে এবং মক্কা ও মদীনা শরীফের উপর আক্রমন করিয়াছে। ইহারা নিজদিগকে হাম্বালী বলিয়া থাকিত। কিন্তু ইহাদের ধারনা ইহাই যে, একমাত্র ইহারাই মুসলমান এবং যাহারা ইহাদের ধারনার বিপরীত তাহারা মুশরিক। এই কারণে ইহারা আহ্লে সুন্নাতকে কতল করা হালাল জানিয়াছে এবং সুন্নী উলামাদিগকে কতল করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ওহাবীদের শক্তিকে খতম করিয়া দিয়াছেন এবং ইহাদের শহরগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন এবং ইসলামী সৈন্যদিগকে ইহাদের উপর জয়যুক্ত করিয়াছেন। এই ঘটনা বারশত তেত্রিশ হিজরীতে ঘটিয়াছে। (শামী চতুর্থ খন্ড)

মক্কা ও মদীনা শরীফকে 'হিজাজ মুকাদ্দাস' বলা হইয়া থাকে। এই হিজাজ মুকাদ্দাস আরব শরীফের মধ্যে অবস্থিত। বাদশা আব্দুল আজীজ ইবনো সৌদ এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাম অনুসারে আরবকে এখন সৌদী আরব বলা হইয়া থাকে। বর্তমানে সৌদী সরকার ওহাবী। ইহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা ও শাফায়াতকে অস্বীকার করিয়া থাকে। ইহারা চার মাযহাবকে মুশরিক ধারনা করিয়া থাকে। ইল্মে তাসাউফকে অস্বীকার করিয়া থাকে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারত করিবার ঘোর বিরোধী। কিন্তু বিশ্ব মুসলিমদের বিরাট চাপের মুখে পড়িয়া যাইবার ভয়ে যিয়ারত বন্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু কোটি কোটি রিয়াল বিশ্বের মুসলিম দেশগুলিতে পাঠাইয়া মানুষকে ওহাবী মতবাদ মানাইবার চেষ্টা করিতেছে। বিশেষ করিয়া পাক ভারত উপমহাদেশের দিকে ইহাদের খুবই লক্ষ্য। কারণ, এখানকার মানুষ প্রতি শতকে নব্বইজনেরও বেশি সুন্নী হানাফী। তবে ইহারা এই সুন্নী হানাফীদিগকে কবর পূজক ও বেরেলবী বলিয়া থাকে। যাইহোক, সৌদীর এই কোটি কোটি রিয়াল আমাদের দেশের আহলে হাদীস, দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামীদের হাতে রহিয়াছে। এই রিয়ালের মাধ্যমে ইহারা সুন্নী মুসলমানদিগকে ওহাবী বানাইতেছে। আমাদের দেশের মানুষ যাহারা হজ্ব করিয়া আসিতেছেন তাহাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, সৌদী সরকার ওহাবী। ইহারা আহলে সুন্নাতের চরম দুশমন। ইহারা না নামাজের পরে কোন দিন মানুষকে লইয়া হাত উঠাইয়া আল্লাহর দরবারে দুয়া করিয়া থাকে, না ইহারা বিনা বাধায় হাজীগণকে হুজুর পাকের রওযা শরীফ যিয়ারত করিবার পর দুয়া করিতে দিয়া থাকে। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাদের পিছনে নামাজ পড়িতেছেন। আর হাজীগণ কোন প্রকারে পুলিশের ডান্ডার গোঁতা খাইয়া যিয়ারতের কাজ সমাপ্ত করিয়া থাকেন। হাজীগণ যিয়ারতের সময় হাত উঠাইলে পাশ থেকে শির্ক শির্ক, হারাম হারাম শুনিয়া থাকেন। ইহার পরেও যদি কোন হাজী সাহেব আবেগে আল্লাহর কাছে হাত উঠাইয়া থাকেন, তাহা হইলে পুলিশের ডান্ডা অবশ্যই হাতে পড়িয়া থাকে। ইহাদের কাছে কলা ও কচুর মূল্যে শির্ক ও বিদয়াত বিক্রয় হইয়া থাকে। হাজীগণের কানে শির্ক ও বিদয়াত শব্দ শুনাইবার জন্য আমাদের দেশের বহু বেতন খোর নিযুক্ত রহিয়াছে। এই বেতনখোরগুলি হইল এখানকার তথা কথিত আহলে হাদীস ও দেওবন্দীদের দল।

শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনো বায সৌদী সরকারের সব চাইতে বড় আলেম। এই বায বিশ্বের বড় ওহাবী আলেম। কয়েক বৎসর আগে ইন্তেকাল করিয়াছেন। বায

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহার 'হজ্ব ও যিয়ারত' কিতাবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারত করিবার জন্য সফর করা নাজায়েজ লিখিয়াছেন।

বর্তমানে মক্কা ও মদীনা শরীফের সমস্ত ইমাম ওহাবী। ইহাদের পশ্চাতে সুন্নী মুসলমানদের নামাজ পড়া হারাম। কারণ, ইহারা চার মাযহাবের মানুষকে মুশরিক ধারনা করিয়া থাকে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা দেওয়া ও তাঁহার শাফায়াতকে অস্বীকার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এই প্রকার আরো বহু নোংরা ধারনা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইহাদের সম্পর্কে অবগত না থাকিবার কারণে হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান ইহাদের পিছনে নামাজ পড়িয়া আসিতেছেন। আবার মাষ্টার ও ডাক্তার, সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষদের একটি বড় অংশ হজ থেকে ফিরিবার পর দেশে আসিয়া আহলে হাদীস ঘেঁশা হইয়া যাইতেছেন। আপনি যদি এই ইমামদের আক্বীদাহ সম্পর্কে খুব গভীরে গিয়া বুঝিতে না পারেন, তাহাহইলে উপরে উপরে একটি সহজ মসলা থেকে বুঝিবার চেষ্টা করুন যে, ইহাদের পিছনে হানাফীদের নামাজ হইবে না কেন? মসলাটি হইল- কমপক্ষে সাতান্ন মাইল রাস্তা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে কোন মানুষ বাড়ী থেকে বাহির হইলে সে শরীয়তের নজরে মুসাফির বলিয়া গণ্য হইবে। মুসাফিরের জন্য প্রত্যেক চার রাকয়াত ওয়ালা ফরজ নামাজকে দুই রাকয়াত পড়া ফরজ। চার রাকয়াত পড়িলে গোনাহগার হইয়া যাইবে। অন্যথায় চার রাকয়াত ওয়ালা ফরজ নামাজের চার রাকয়াতই পড়া ফরজ। প্রকাশ থাকে যে, মক্কা শরীফ থেকে আরফার ময়দান মাত্র নয় মাইলের ব্যবধান অথবা কিছু কম বেশি। কাবার ইমাম হজের দিন আরফায় জোহর ও আসর দুই রাকয়াত করিয়া পড়িয়া থাকেন। এইবার আপনি বলুন! ইহাদের পশ্চাতে হানাফীদের নামাজ হইবে কী? যে সমস্ত হানাফী হাজী এই ইমামদের পিছনে নামাজ পড়িয়া আসিয়াছেন তাহাদের তওবা করতঃ সেই নামাজগুলি আদায় করিয়া নেওয়া ফরজ। আপনি এই মসলাটি কোন নির্ভরযোগ্য সুন্নী আলেমের নিকট থেকে যাঁচাই করিয়া নিতে পারেন।

সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ছিলেন অখন্ড ভারতের প্রথম ব্যক্তি, যিনি এদেশে ওহাবী মতবাদ আনিয়া গোমরাহীর একটি নতুন রাস্তা উন্মুক্ত করিয়াছেন। অবশ্যই এই পথকে প্রশস্থ করিয়াছেন তাহার শিষ্য ইসমাঈল দেহলবী। সাইয়েদ আহমাদ কোন আলেম ছিলেন না। ইসমাঈল দেহলবী ছিলেন আলেম মানুষ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেহলবী সাহেব 'কিতাবুত্ তাওহীদ' এর অনুকরণে লিখিয়াছেন 'তাকবীয়াতুল ঈমান'। এই কিতাবকে কেন্দ্র করিয়া গোমরাহ হইয়াছে ভারতবাসী মুসলমান। ভারতবাসী মুসলমান দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে- সুন্নী ও ওহাবী। যখন সুন্নী মুসলমানদের কাছে সাইয়েদ সাহেবের ও তাহার মুরীদ ইসমাঈল দেহবলীর ওহাবী চিত্র দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হইয়া গেল এবং ইহারা সবার কাছে ধিক্কারের পাত্র হইয়া পড়িলেন যে, এই ওহাবীরা না কোন মাযহাবকে মানিয়া থাকেন, না কোন তরীকা; তখন তাহারা সুন্নী মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার জন্য 'তরীকায় মোহাম্মাদীয়া' নাম দিয়া একটি তরীকা বাহির করিয়া ছিলেন। মানুষ মনে করিয়া ছিলেন 'তরীকায় মোহাম্মাদীয়া' হইল মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের তরীকা। আসলে কিন্তু তাহারা তরীকার নাম করণ করিয়া ছিলেন মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাব নজদীর (আসল ওহাবী লোকটির) নাম অনুযায়ী। আজো আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখুন মোহাম্মাদীয়া তরীকার পীর ও মুরীদদের মুখ কোন্ মুখি হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের মুখ রহিয়াছে ওহাবীদের দিকে ও ওহাবীদের শাখা প্রশাখা দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামীদের দিকে। ইহারা নিজদিগকে সুন্নী সাজিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু কার্যকলাপে ওহাবী বলিয়া প্রকাশ হইয়া যান। যাইহোক, ইহাদের সম্পর্কে কথা না বাড়াইয়া কেবল এতকুটু বলিতেছি যে, সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবী সাহেব সুন্নী জগতে যে সর্বনাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা কিয়ামত পর্যন্ত কোন সুন্নী মুসলমান তাহাদের ক্ষমা করিতে পারিবেন না। তবে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে দেখাইয়া দিয়াছেন তাহাদের পরিনামের সামান্য দৃষ্টান্ত। মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের যৌথ কোপে কয়েক টুকরা হইয়া ছিটাইয়া গিয়াছে তাহাদের অপবিত্র লাশ। কোন জায়গায় তাহাদের সঠিক কবরের অস্তিত্ব নাই। বিস্তারিত জানিতে হইলে অবশ্যই পাঠ করিবেন আমার লেখা- সেই মহানায়ক কে?

মাওদূদী সাহেব ছিলেন জামায়াতে ইসলামের প্রষ্ঠিাতা। ইনি ছিলেন ইবনো তাইমিয়া ও ইবনো আব্দুল ওহাব নজদীর দুরবর্তী ভক্ত। ইনি না কোন মাযহাবের মানুষ ছিলেন, না কোন তরীকার মানুষ। বরং ইনি চার মাযহাব ও চার তরীকার চরম বিরোধী ছিলেন। ইনি কোন আলেম ছিলেন না। অবশ্য আরবী ভাষার উপর যথেষ্ট দখল ছিল। কুরয়ান শরীফের তরজমা ও তাফসীর থেকে আরম্ভ করিয়া বহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামী বই পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। যেহেতু তিনি ইল্মে মা'রেফাত বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার ধারে কাছে ছিলেন না। এই কারণে তাহার কিতাবগুলি গোমরাহীতে পরিপূর্ণ। তিনি যেমন একজন মডার্ণ মুসলিম হিসাবে নিজেকে দেখাইয়া গিয়াছেন তেমন তাহার কিতাবগুলিতে মুসলিম সমাজকে আধূনিকরণের শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন সিনামার মত একটি নোংরা কাজকে তিনি তাহার 'রসায়েল ও মাসায়েল' কিতাবে জায়েজ বলিয়াছেন। বর্তমানে ডাক্তার ও মাষ্টারদের বিরাট একটি অংশ মাওদূদী সাহেবের বই পুস্তক পাঠ করিয়া গোমরাহ হইয়াছেন। মাযহাব ও তরীকার প্রতি ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। আলেম উলামাদের প্রতি, পীর দরবেশদের প্রতি ইহাদের ধারনা খুবই খারাপ। মোটকথা, জামায়াতে ইসলামীর মূল মানুষটি ছিলেন যেমন গোমরাহ, তেমন এই জামায়াতের লোকগুলিও গোমরাহ সন্দেহ নাই।

আবুল হাসান আলী নদবী ভারতের একজন স্বনামধন্য ওহাবী আলেম ছিলেন। তিনি অনেক কিতাব পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। দেওবন্দীদের মাদ্রাসা মাকতাবে তাহার লেখা কিছু কিছু কিতাব পত্র পড়ানো হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কিতাব পত্র সাধারণ মানুষের হাতে খুবই কম। এই কারণে মাওদূদী সাহেবের বই পুস্তককে মানুষ যেমন গোমরাহ হইতেছেন তেমন নদবীর কিতাব পত্র থেকে হইতেছেন না।

বর্তমানে জাকির নায়েক নামের লোকটি একজন পাক্কা ওহাবী- লামাযহাবী। বিশেষ করিয়া হানাফী মাযহাবের মহাশত্রু। পেশায় ডাক্তার ও পোষাকেও তাহার উপরে রহিয়াছে পাশ্চাত্য প্রভাব। লোকটি যেমন সৌদীর নিমক খোর, তেমন পাশ্চাত্য পয়সায় পুষ্ঠ। গোমরাহীর বড় মাধ্যম টেলিভিশন হইল তাহার প্রচার হইবার মাধ্যম। কোন আলেম ও তালেবুল ইল্ম তাহার ব্যাপারে কেহ কিছু জানিতেন না। সাধারণ মানুষের হৈ চৈ করিবার কারণে আলেম, তালিবুল ইল্মদের কানে পড়িতেছে গোমরাহ 'জাকির নায়েক' এর নাম। কিছু ব্যবসিক বই বিক্রেতা লোকটির লেখা বইপুস্তকগুলি খুব ফলাও করিয়া বাজারে ব্যাপক করিবার চেষ্টা করিতেছে। জাকির নায়েক এর বই পুস্তক সুন্নীদের জন্য গোমরাহীর কারণ।

মাওলানা আঁইনুল বারী আলিয়াবী। ইনি পশ্চিম বাংলায় ওহাবী- লামাযহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের শিরোমনি। আঁইনুল বারী সাহেবের বই পুস্তক পত্র পত্রিকা সমস্তই হানাফী সম্প্রদায়ের জন্য সর্বনাশের কারণ। বিশেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়া তাহার নামাজ শিক্ষা- 'আঁইনুত্ তোহফা সলাতে মুস্তফা' হানাফীদের জন্য গোমরাহীর কারণ।

(৬) বাংলা দেশের মাসিক মদীনা ও আত্ তাইরীক ইত্যাদি পত্রিকাগুলি; অনুরূপ পশ্চিম বাংলায় মীযান ও গতি ইত্যাদি পত্রিকাগুলি ওহাবীদের। এইগুলি হানাফীদের হাতে করা আদৌ উচিত হইবেনা। একান্ত যদি সংবাদ সংগ্রহের জন্য নেওয়া হইয়া থাকে, তাহাহইলে এইগুলি থেকে বিনা যাঁচাইয়ে মসলা সংগ্রহ করা চলিবেনা।

(৭) ওহাবী, দেওবন্দী ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলির কোন কিতাব পত্র বাড়ীতে রাখিবেন না। আপনার ভবিষ্যত প্রজন্ম গোমরাহ হইবে। বিশেষ করিয়া আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের 'বেহেশ্তী জেওর' ও জাকারিয়া সাহেবের তাবলিগী নেসাব না বাড়ীতে রাখিবেন, না মসজিদ ও মাদ্রাসায় রাখিতে দিবেন। বর্তমানে 'তাবলিগী নেসাব' এর নাম পরিবর্তণ করতঃ 'ফাযায়েলে আ'মল' করিয়া দিয়াছে।

কখনই ভুলিবেন না

দেশে যখন বানভাষী হইয়া যায় এবং বন্যার পানি বস্তীতে হু হু করিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে, আর মানুষ নিরূপায় হইয়া যায়, তখন কেবল কোন প্রকারে নিজেদের বস্তীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যখন ইহাও সম্ভব হইয়া থাকেনা, তখন বিশেষ আত্মীয় স্বজনকে লইয়া নিজেরা বাঁচিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বর্তমানে কিছু কিছু এলাকায় ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলি গোমরাহী লইয়া গ্রামে গঞ্জে বন্যার পানির ন্যায় প্রবেশ করিতেছে। ইহাদের থেকে বস্তীকে বাঁচাইতে হইলে আপনাদের কিছু কাজ অবশ্যই করিতে হইবে। অন্যথায় আপনাদের বস্তী গোমরাহীর স্রোতে ভাষিয়া যাইবে।

(১) যেহেতু এই জামায়াতগুলি প্রথমে মসজিদ দখল করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কারন, মসজিদ হইল ঈমানের রাজধানী। এই কারণে সুন্নীদের প্রথম কাজ হইবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতঃ মসজিদকে রক্ষা করা। প্রথমে সহজ কৌশল অবলম্বন করিয়া দেখুন। ইনশা আল্লাহ খুব সুন্দর কাজ হইবে। মসজিদে মাগরিব ছাড়া সমস্ত নামাজে আজানের পরে ও জামায়াতের পূর্বে মধ্যবর্তী কোন একটি সময়ে মাইক থাকিলে খুবই ভাল, অন্যথায় মুখে উচ্চস্বরে সলাত পাঠ করা চালু করিয়া দিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফিকহের কিতাবে ইহাকে 'তাসবীব' বলা হইয়া থাকে। ইহা জায়েজ ও মুস্তাহাব। আরব ও অনারবের উলামায় কিরাম ইহা জায়েজ বলিয়াছেন। এমনকি দেওবন্দী আলেমগণও জায়েজ বলিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দিলে কোন এক অবসরে স্ববিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিব তাসবীবের মসলা। এখানে কেবল দুই একটি নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া সমাপ্ত করিতেছি।

শরহে বিকাইয়া হানাফী মাযহাবের একটি বিশ্বস্ত কিতাব। ইহাতে বলা হইয়াছে-

" وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَأَخِّرُوْنَ تَثْوِيْبَ الصَّلٰوةِ
كُلَّهَا التَّثْوِيْبُ هُوَ الْاِعْلَامُ بَعْدَالْاِعْلَامِ "

পরবর্তীকালের ফকীহগণ তাসবীব (সলাত) কে সমস্ত নামাজের জন্য মুস্তাহসান বলিয়াছেন। একটি ঘোষনার পরে দ্বিতীয় ঘোষনাকে তাসবীব বলা হইয়া থাকে।

হিদাইয়াহ কিতাবের মধ্যে বলা হইয়াছে-

" وَالْمُتَأَخِّرُوْنَ اِسْتَحْسَنُوْهُ فِىْ الصَّلَاةِ
كُلِّهَا لِظُهُوْرِ التَّوَانِىْ فِىْ الْاُمُوْرِ الدِّيْنِيَّةِ "

দ্বীনী বিষয়ে অলসতা পয়দা হইয়া যাইবার কারণে পরবর্তী কালের ফকীহগণ সমস্ত নামাজে তাসবীব (সলাত) পাঠ করা উত্তম বলিয়াছেন।

দুর্রে মুখতারের মধ্যে বলা হইয়াছে-

" اَلتَّسْلِيْمُ بَعْدَ الْاَذَانِ حَدَثَ فِىْ رَبِيْعِ الْآخَرِ سَنَةَ سَبْعَمِائَةٍ
وَاحِدٰى وَثَمَانِيْنَ فِىْ عِشَاءِ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ ثُمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ
بَعْدَ عَشَرَ سِنِيْنَ حَدَثَ فِىْ الْكُلِّ اِلَّا الْمَغْرِب "

সাত শত একাশি হিজরীতে রবীউল আখার মাসে সোমবার রাতে ঈশার নামাজে আজানের পরে সালাম পাঠ চালু হইয়াছে, তার পর জুময়ার নামাজে। ইহার দশ বৎসর পরে মাগরীব ছাড়া সমস্ত নামাজে চালু হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শামী কিতাবের মধ্যে বলা হইয়াছে-

" اَلتَّثْوِيْبَ اَحْدَثَ الْمُتَأَخِّرُوْنَ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ عَلٰى حَسْبِ مَّا تَعَارَفُوْهُ فِىْ جَمِيْعِ الصَّلٰوةِ سِوَى الْمَغْرِبِ "

পরবর্তী ফকীহগণ আজান ও ইক্বামাতের মাঝখানে মাগরিব ছাড়া সমস্ত নামাজে তাসবীব (সলাত) পাঠ করা চালু করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য ইহা যেখানে যেমন চালু রহিয়াছে।

ফাতাওয়ায় আলাম গিরীর মধ্যে বলা হইয়াছে-

পরবর্তী উলামাদের নিকটে মাগরিব ছাড়া সমস্ত নামাজে সলাত পাঠ করা উত্তম।

মুফতী ইযায আলী দেওবন্দী ও ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দের মধ্যে ও মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া দেওবন্দী নূরুল ইসবাহ এর মধ্যে তাসবীব পাঠ করা জায়েজ বলিয়াছেন।

তাসবীব বা সলাতের ভাষা

ইহার জন্য নির্দিষ্ট কোন ভাষা জরুরী নয়। যে কোন ভাষায় আজান ও জামায়াতের মাঝখানে নামাজের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া জায়েজ। দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা কেবল ফজরের নামাজে ঘোষণা করিয়া থাকে- আর জামায়াতের মাত্র ২০ মিনিট বা ১৫ মিনিট বাকী রহিয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু এই স্থলে উলামায় কিরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দরূদ সালাম পাঠ করিবার কথা বলিয়া দিয়াছেন। দরূদ ও সালামে গোমরাহ জামায়াতগুলির মধ্যে খুব জ্বলন আসিয়া থাকে। সূতরাং নিম্নোক্ত নিয়মে দরূদ ও সালামের মাধ্যমে তাসবীব চালু করিয়া দিন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرًا مِّنْ نُوْرِ اللهِ

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ ـ كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ ـ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ,
আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ,
আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া খয়রা খল কিল্লাহ,
আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া নুরাম মিন নুরিল্লাহ।
বালাগাল উলাবি কামালিহী
কাশাফাদ্ দুজা বিজামালিহী
হাসুনাত জামীউ খিসালিহী
সাল্লু আলাইহি অ আলিহী।।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

তাসবীব বা সলাত পাঠ করিবার যে মসলাটি বলিয়া দেওয়া হইল ইহা কিন্তু শত শত সুন্নী মসজিদে চালু নাই। এখন যদি কোন আলিম অথবা তালিবুল ইল্ম এই মসলাটি চালু করিয়া থাকেন, তাহা হইলে খবরদার, খবরদার! তাহা মানিয়া নিবেন। কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতঃ অশান্তি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিবেন না।

(২) যখন তাকবীর বা ইক্বামাত আরম্ভ হইয়া যাইবে তখন সবাই অবশ্যই বসিয়া থাকিবেন। ইহা মুস্তাহাব বরং সুন্নাত। দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা খিলাফে সুন্নাত। দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা মাকরূহ। যখন মুকাব্বির 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' বলিবে তখন উঠিতে আরম্ভ করিবে এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' পর্যন্ত দাঁড়ানো শেষ হইয়া যাইবে। কারণ, হানাফী মাযহাবের কোন কিতাবে 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' ও কোন কিতাবে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময়ে উঠিবার কথা বলা হইয়াছে। যেমন বোখারী শরীফের শারাহ 'আঁয়নী' কিতাবে বলা হইয়াছে-

" قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٌ يَقُوْمُوْنَ فِىْ

الصَّفِّ اِذَا قَالَ حَيَّى عَلَى الصَّلَاةِ "

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ বলিয়াছেন- মুকাব্বির যখন 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' বলিবে তখন সবাই লাইনে দাঁড়াইয়া যাইবে।

ফাতাওয়ায় আলাম গিরীর মধ্যে বলা হইয়াছে-

" يَقُوْمُ الْاِمَامُ وَالْقَوْمُ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَىَّ عَلَى

الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَ هُوَ الصَّحِيْحُ "

আমাদের তিনজন ইমাম (ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ) এর নিকটে ইমাম ও মুক্তাদী সেই সময়ে উঠিবে যখন মুকাব্বির বলিবে- 'হাইয়া আলাল ফালাহ'। ইহাই হইল সঠিক।

শাফয়ী মাযহাবেও তাকবীর শুরু হইবার সময়ে দাঁড়াইয়া যাওয়া নিষেধ। যেমন আঁইনী কিতাবের মধ্যে বলা হইয়াছে-

"مَذْهَبُ الشَّافِعِىْ وَ طَائِفَةٍ اَنَّهُ يَسْتَحِبُّ اَنْ

لَّا يَقُوْمَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاِ قَامَةِ "

ইমাম শাফয়ী ও শাফয়ী মাযহাবের একদল আলেমের নিকট মুস্তাহাব ইহাই যে, মুকাব্বিরের তাকবীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেহ উঠিবেনা। (ফতহুল বারী শারহে বোখারী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাম্বলী মাযহাবেও তাকবীর আরম্ভ হইবার সাথে সাথে উঠিবার অবকাশ নাই। যেমন ফতহুল বারী ও আঁইনী কিতাবের মধ্যে বলা হইয়াছে-

" قَالَ اَحْمَدُ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَا ةُ يَقُوْمُ "

ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল বলিয়াছেন- মুকাব্বির যখন 'ক্বাদ ক্বামাতিস্ সলাহ' বলিবে তখন মানুষ দাঁড়াইয়া যাইবে। প্রকাশ থাকে যে, এই মাসলাতে ইমাম মালিকের কোন অভিমত পাওয়া যায়না।

হানাফী মাযহাবের বিশ্বস্ত কিতাবগুলিতে দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা মাকরূহ বলা হইয়াছে। যেমন ফাতাওয়ায় আলাম গিরীর মধ্যে বলা হইয়াছে-

"اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْاِقَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ الْاِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلٰكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ اِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ "

যখন কোন ব্যক্তি তাকবীরের সময়ে প্রবেশ করিবে, তখন তাহার জন্য দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করা মাকরূহ, বরং সে বসিয়া যাইবে। তারপর যখন মুকাব্বির 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবে তখন দাঁড়াইবে।

অনুরূপ রদ্দুল মুহতারের মধ্যে বলা হইয়াছে-

" يُكْرَهُ لَهُ الْاِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلٰكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ اِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ "

তাহার জন্য দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করা মাকরূহ বরং বসিয়া যাইবে। তারপর যখন 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবে তখন দাঁড়াইয়া যাইবে।

একটি হাদীস

" عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ قَدْ خَرَجْتُ "

হজরত আবু কাতাদাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- যখন তাকবীর দেওয়া হইবে তখন তোমরা খবরদার উঠিবেনা যতক্ষন না আমাকে (হুজরা শরীফ থেকে) বাহির হইতে দেখিবে। (মিশকাত শরীফ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে-

" لَعَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْحُجْرَةِ بَعْدَ شُرُوْعِ الْمُؤَذِّنِ فِيْ الْإِقَامَةِ وَيَدْخُلُ فِيْ مِحْرَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ "

সম্ভবতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুকাব্বিরের ইকামাত আরম্ভ করিবার পরে হুজরাহ শরীফ থেকে বাহির হইতেন এবং মুকাব্বিরের 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' বলিবার সময়ে তিনি মসজিদের মেহরাবে প্রবেশ করিতেন। (মিশকাত শরীফের টীকা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হাদীস পাকে সরাসরি নিষেধ করা হইয়াছে যে, তাকবীরের সময় উঠিবেনা যতক্ষন না তোমরা আমাকে দেখিতে পাইয়া থাকো। কারণ, তিনি তাকবীরের শুরুতে মসজিদে অনুপস্থিত থাকিতেন। যখন মুকাব্বির বলিতো- 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' তখন তাঁহাকে দেখা যাইত। তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা আল্লাহর রসুলের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তাকবীরের শুরুতে উঠিয়া যায়।

(খ) তাকবীরের শুরুতে দাঁড়াইয়া যাওয়া কোন ইমামের সম্মতি নাই। তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা না ইমাম আবু হানীফাকে মানিয়া থাকে, না অন্য কোন ইমামকে মানিয়া থাকে।

(গ) তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা বাহ্যিক নামাজের জন্য খুবই আড়ম্বরী করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে নামাজের কোন নিয়ম শৃংখলা নাই। ইহারা আহলে সুন্নাতের বিরোধীতা করিবার জন্য লাইন সোজা করিবার বাহানায় একটি সুন্নাতকে কবরস্থ করিয়া চলিতেছে। অথচ ইহাদের লাইন কত সোজা হইয়া থাকে তাহা তাহারা জ্ঞাত রহিয়াছে যাহারা ইহাদের সহিত নামাজ পড়িয়া থাকে। আলহামদু লিল্লাহ, সুন্নীদের মসজিদে নামাজের নিয়মাবলী কত সুন্দর পালন হইয়া থাকে, তাহা সেই সমস্ত ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা দেখিয়া থাকে যাহারা মাঝে মধ্যে সুন্নীদের মসজিদে নামাজ পড়িয়া থাকে।

(ঘ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সালাম ফিরাইবার পর ইমাম সাহেব ডান দিকে অথবা বামদিকে ঘুরিয়া বসিবে। ইহা সুন্নাত। যেমন বোখারী শরীফের মধ্যে হজরত সামুরাহ ইবনো জুন্দুব হইতে বর্ণিত হইয়াছে-

pdf By Syed Mostafa Sakib

" قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ "

তিনি বলিয়াছেন- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখনই নামাজ শেষ করিতেন তখন তিনি আমাদের দিকে মুখ ঘুরাইতেন।

বর্তমানে এই হাদীসটির প্রতি একমাত্র উলামায় আহলে সুন্নাত আমল করিয়া থাকেন। ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা কেবল ফজর ও আসরের নামাজের পর ঘুরিয়া বসিয়া থাকে।

(৪) সমস্ত আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। এমন কি জুময়ার খুতবার আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। কোন আজান কোন কালে মসজিদের ভিতর হয় নাই। বর্তমানে ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা সমস্ত আজান মসজিদের ভিতরে চালু করিয়া দিয়াছে। এই প্রকারে তাহাদের নামাজ থেকে এই সুন্নাতটি মুর্দা হইয়া গিয়াছে। সমস্ত আজান, বিশেষ করিয়া খুতবার আজান মসজিদের ভিতরে দেওয়া ওহাবীদের আলামত হইয়া গিয়াছে। মুখে হউক অথবা মাইকে হউক, পাঁচ ওয়াক্তের আজান হউক অথবা জুময়ার খুতবার আজান হউক; মোটকথা, সমস্ত আজান মসজিদের বাহিরে দিতে হইবে।

আবু দাউদ শরীফের মধ্যে হজরত সাইব ইবনো ইয়াজিদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে-

" قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ "

তিনি বলিয়াছেন- যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জুময়ার দিন মিম্বারের উপর উপবিষ্ট হইতেন তখন তাঁহার সামনে মসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়া হইত। অনুরূপ হজরত আবু বাকার ও হজরত উমারের যুগে হইত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বহু সুন্নী মসজিদে খুতবার আজান তো দুরের কথা সমস্ত আজান মসজিদের ভিতরে দেওয়া হইয়া থাকে। সুন্নী আলেম ও তালিবুল ইল্মগণ শত বুঝাইবার পরও মুসাল্লীগণ মানিয়া নিতে রাজী হইয়া থাকেনা। আমি সেই সমস্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসজিদের মুসাল্লীদের কাছে আন্তরিক অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা যেন কোন প্রকার জিদ না করিয়া আল্লাহর ওয়াস্তে মসলাটি মানিয়া নিয়া সমস্ত আজান মসজিদের বাহিরে দিয়া থাকেন। ইহাতে একটি মুর্দা সুন্নাত জিন্দা হইয়া যাইবে এবং ওহাবী দেওবন্দীদের থেকে নিজেদের মসজিদ আলাদা হইয়া থাকিবে।

(খ) মসজিদের ভিতরে চাই ওয়াক্তিয়া আজান হউক অথবা জুময়ার খুতবার আজান হউক, চাই মুখে হউক অথবা মাইকে হউক দেওয়া সুন্নাতের খেলাফ ও মাকরূহ কাজ। এ বিষয়ে আমার লেখা- 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার ষষ্ট সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। অনুরূপ আমার লেখা- 'সুন্নী নামাজ শিক্ষা' এর মধ্যে আলোচনা রহিয়াছে।

(গ) বর্তমান আরব শরীফের ওহাবী সরকার সুন্নী মুসলমানদের ক্রয় করিবার জন্য কোটি কোটি রিয়াল আমাদের দেশে পাঠাইতেছে। এই টাকাগুলি আসিতেছে আহলে হাদীস, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামীর হাত দিয়া। আপনি আপনার এলাকার দিকে লক্ষ্য করিলে অবশ্যই দেখিতে পাইবেন যে, এই পয়সায় গরীব থেকে গরীব এলাকায় বড় বড় মসজিদ নির্মাণ হইয়া যাইতেছে। এই মসজিদগুলির সমস্ত দায় দায়িত্ব থাকিতেছে এখানকার ওহাবী দেওবন্দী আলেমদের হাতে। সাধারণ মানুষ বিনা পয়সায় বড় মসজিদ পাইয়া নিজেদের মাযহাব ও মিল্লাতকে বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে। ইহারা ও ইহাদের বাপ দাদাগণ ইতিপূর্বে মীলাদ কিয়ামে, উরূস ও ফাতিহায়, মুহার্রমের খিচুড়ি ও শবে বরাতের হালুওয়া ও কবর যিয়ারত ইত্যাদি কাজে অভ্যস্থ ছিল। আজ কিন্তু দেওবন্দী আলেম ও তাবলিগী জামায়াতের প্ররচনায় পড়িয়া শরীয়ত সম্মত এই সমস্ত কাজগুলি বিদয়াত বলিয়া উঠাইয়া দিয়া নিজেদের ঈমানী সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। অনেক দুরদর্শী মানুষ নিজেদের ভবিষ্যত অন্ধকার হইয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিয়াও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হইবার ভয়ে নীরব থাকিতেছেন। তবে তাহারা যেন জানিয়া রাখিয়া থাকেন যে, দরবারে ইলাহীতে তাহাদের এই নীরবতার জবাবদিহি করিতে হইবে। সূতরাং যদি আপনার মধ্যে খোদার ভয় থাকে, তাহা হইলে এখনই ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামীকে মসজিদ থেকে আউট করিবার সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করিবেন। অবশ্য আমার সমস্ত বই পুস্তকগুলি হইবে আপনাদের সুপরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পবিত্র নামে চুম্বন

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নাম শুনিয়া, বিশেষ করিয়া আজানে ও ইক্বামাতে তাঁহার পবিত্র নাম শুনিয়া নিজের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন করতঃ চক্ষুতে বুলানো মুস্তাহাব। বর্তমানে ইহা আহলে সুন্নাতের একটি বিশেষ আমল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা ইহাকে বিদয়াত বলিয়া থাকে। আসলে ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি এক অবজ্ঞাভাব। ইহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকে যে, সুন্নীরা আল্লাহর থেকে নবীকে বড় করিয়া থাকে। নাউজু বিল্লাহ! নাউজু বিল্লাহ! ইহা হইল শয়তানী জামায়াতগুলির শয়তানী কথা। এই শয়তানের দলেরা আরো বলিয়া থাকে যে, সুন্নীরা নবীর নামে চুম্বন দিয়া থাকে কিন্তু আল্লাহর নামে চুম্বন দিয়া থাকেনা কেন? ইহাও এই জামায়াতের এক শয়তানী কথা। সন্নীগণ! এই প্রকার শয়তানী কথায় কর্ণপাত করিবেন না। যদিও এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইবেনা কিন্তু কেবল নমূনা স্বরূপ দুই একটি দলীল উদ্ধৃত করা হইতেছে যাহাতে আপনারা কাহারো কথায় ধোকায় পড়িয়া না যান যে, আমরা বিনা দলীলে আমলটি করিয়া যাইতেছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন-

" مَنْ سَمِعَ اِسْمِیْ فِیْ الْاَذَانِ وَوَضَعَ اِبْهَامَیْهِ عَلٰی عَیْنَیْهِ

فَاَنَا طَالِبُهٗ فِیْ صُفُوْفِ الْقِیٰمَةِ وَقَائِدُهٗ اِلَی الْجَنَّةِ "

যে ব্যক্তি আজানে আমার নাম শুনিবে এবং তাহার দুই আঙ্গুল দুই চক্ষুতে রাখিবে আমি কিয়ামতের লাইনগুলিতে তাহাকে খুঁজিয়া জান্নাতে লইয়া যাইব। (সলাতে মাসউদী, সংগৃহিত জায়াল হক)

মুহাদ্দিস দায়লুমী মুসনাদুল ফিরদাউস এর মধ্যে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন-

" اِنَّهٗ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ قَالَ هٰذَا

وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْاَنْمِلَتَیْنِ السَّبَّابَتَیْنِ وَ مَسَحَ عَیْنَیْهِ فَقَالَ صَلَّی اللهُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَّافَعَلَ خَلِيْلِىْ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِىْ "

তিনি যখন মুয়াজ্জিনকে বলিতে শুনিয়াছেন- 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' তখন তিনি ইহা বলিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার দুই শাহাদাত আঙ্গুলের ভিতরদিকে চুম্বন দিয়া তাঁহার দুই চক্ষুতে বুলাইয়াছেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- আমার দোস্ত আবু বাকারের ন্যায় যে এই প্রকার করিবে নিশ্চয় তাহার প্রতি আমার শাফায়াত অয়াজিব হইয়া যাইবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

হজরত খিজির আলাইহিস্ সালাম বলিয়াছেন-

" مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنُ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةِ عَيْنِىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُقَبِّلُ اِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُهُمَا عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَرْمَدْ اَبَدًا "

যখন মুয়াজ্জিন বলিবে- 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' ইহা শুনিয়া যে ব্যক্তি বলিবে- 'মারহাবাম বি হাবীবী কুর্রাতি আঁইনি মুহাম্মাদিবনে আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম'। তারপর দুই বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া দুই চক্ষুর উপর রাখিয়া দিবে তাহার কখনো চোখের অসুখ হইবে না। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) আমি যে হাদীসগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি সেগুলি সম্পর্কে ওহাবী দেওবন্দীদের কোন কথায় ধোকায় পড়িয়া যাইবেন না। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতঃ ওহাবীদের সমস্ত প্রশ্নাবলীর জবাব দিয়া দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার আলোচনা বুঝিবার জন্য আলেম হওয়া শর্ত। সাধারণ সুন্নীদের জন্য তাঁহার কিতাবের উদ্ধৃতি হইল যথেষ্ট।

(খ) শারহে বিকাইয়া ও শামী ইত্যাদি কিতাবে দুইবার চুম্বনে ভিন্ন ভিন্ন দুয়া পর্যন্ত লেখা রহিয়াছে। সূতরাং এই মসলাতে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারেনা। যদি ঐ দুয়াগুলি কাহারো পক্ষে মুখস্ত করা সম্ভব হইয়া না থাকে, তাহা হইলে বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন করতঃ চক্ষুতে বুলাইয়া বলিবে- সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাম। প্রথমবারে চুম্বনের দুয়া- صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

দ্বিতীয়বারে চুম্বনের দুয়া-

قُرَّتْ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ

কার্রাত আঁইনী বিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহুম্মা মাত্তিনী বিস্ সাময়ি অল্ বাসারি।

(৬) দাফনের পরে আজান

মুর্দাকে দাফন করিবার পর কবরের কাছে দাঁড়াইয়া আজান দিয়া দিন। এই আজান মুস্তাহাব। কিতাবে এই আজানের বহু ফজীলাত বর্ণিত হইয়াছে। ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায় এই আজানের ঘোর বিরোধী। এই আজান সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা 'দাফনের পরে' ও 'বর্যাখী জীবন' পাঠ করিতে হইবে। আপনি জানিয়া রাখিবেন, শয়তান আপনার বড় শত্রু। সে কবরের ভিতরে পৌঁছিয়াও আপনাকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করিবে। যেমন হজরত সুফিয়ান সাউরী রহমা তুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন-

"اِذَا سُئِلَ الْمَيِّتُ مَنْ رَّبُّكَ تَزَايَالَهُ الشَّيْطَانُ

فِىْ صُوْرَةٍ فَيُشِيْرُ اِلٰى نَفْسِهٖ اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ"

যখন মুর্দাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে- তোমার প্রতি পালক কে? তখন তাহার জন্য শয়তান এক ধারে একটি সূরাত ধারণ করতঃ নিজের দিকে ইংগিত করিয়া বলিয়া থাকে- নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক। (শরহুস্ সুদুর)

প্রকাশ থাকে যে, শয়তানকে সরাইবার একমাত্র বড় উপায় হইল আজান। কারণ, হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন-

"سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا

سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

الـرَّاوِىُ وَالـرُّوحَـاءُ مِـنَ الْـمَـدِيْـنَـةِ عَلَى سِتَّةٍ وَّ ثَلٰثِيْنَ مِيْلًا "

আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয় শয়তান যখন নামাজের আজান শুনিয়া থাকে তখন সে রোহা নামক স্থানে পলায়ন করিয়া থাকে। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন- রোহা মদীনা শরীফ হইতে ছত্রিশ মাইল দুরে অবস্থিত। (মিশকাত শরীফ)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই আজান সম্পর্কে আপনি কাহার সহিত পরামর্শ করিতে যাইবেন না। কারণ, ইহা আপনার নিজের ব্যাপার। কেহ আপনাকে বাধা দিতে পারিবেনা। যদি আপনার কোন প্রকার সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে আপনি কোন নির্ভরযোগ্য সুন্নী আলেমকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিবেন। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, তিনি এই মসলাতে দ্বিমত করিবেন না।

(৭) দরূদ ও সালাম

দরূদ ও সালাম এক অকাট্ট ইবাদত। বরং দরূদ শরীফ হইল সমস্ত ইবাদত কবুল হইবার একটি বড় মাধ্যম। কুরয়ান পাকে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদিগকে দরূদ ও সালাম পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশমূলে কমপক্ষে জীবনে একবার দরূদ ও সালাম পাঠ করা ফরজ। যাহারা এই নির্দেশকে অস্বীকার করিবে তাহারা অবশ্যই কাফের হইবে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন-

" يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا "

ঈমানদারগণ! তোমরা তাহার (নবীর) প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করো।

বর্তমান আয়াত পাক থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাইতেছে। (ক) আয়াত পাকে ঈমানদারগণকে নির্দেশ করা হইয়াছে। কাফেররা এই নির্দেশের বাহিরে।

(খ) দরূদ ও সালাম পাঠ করিতে বলা হইয়াছে কিন্তু দরূদ ও সালামের বাক্য বলিয়া দেওয়া হয় নাই। সুতরাং দরূদ ও সালাম অর্থ বোধক শব্দ রাখিয়া যে কোন দরূদ ও সালাম পাঠ করা জায়েজ হইবে।

(গ) দরূদ ও সালাম পাঠ করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় বলিয়া দেওয়া হয় নাই। অনুরূপ দরূদ ও সালাম পাঠ করিবার জন্য না দাঁড়াইবার কথা বলা হইয়াছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

না বসিবার কথা বলা হইয়াছে, না শুইবার কথা বলা হইয়াছে। সূতরাং সর্ব অবস্থায় পাঠ করা জায়েজ। অবশ্য এইগুলি অবস্থার পরিপেক্ষিতে।

(ঘ) আয়াত পাকে 'তাসলীমা' শব্দ থেকে দরূদ অপেক্ষা সালাম পাঠের গুরুত্ব বেশি বলিয়া বুঝাইতেছে।

দরূদ ও সালাম সম্পর্কে হাদীস পাকে অগনিত বর্ণনা রহিয়াছে। 'ফায়যানে সুন্নাত' নামক কিতাবের মধ্যে চল্লিশটি হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই কিতাবখানা বর্তমানে বাংলা হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ কিতাবখানা আপনাদের মসজিদে রহিয়াছে। যদি না থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে নিজে সংগ্রহ করিয়া নিজের করিয়া নিবেন। অন্যথায় সবাই মিলিয়া ক্রয় করতঃ মসজিদে রাখিয়া দিবেন।

যাইহোক, দরূদ ও সালাম এমন একটি ইবাদত যাহাতে কাহারো কোন প্রকার প্রশ্ন তুলিবার অবকাশ নাই। আল্হামদু লিল্লাহ, এই দরূদ ও সালাম সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক চালু রহিয়াছে। ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা সুন্নীদের দরূদ সালাম পাঠের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন রাখিয়া বিরোধীতা করিয়া থাকে। আপনারা তাহাদের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া দরূদ ও সালাম ব্যাপকভাবে চালু করিয়া দিন। এমন কি প্রতিটি মসজিদে সকাল সন্ধায় দরূদ ও সালাম চালু করিয়া দিন। বিশেষ করিয়া ফজর ও জুময়ার নামাজের পরে মাইক থাকিলে খুবই ভাল, মাইক না থাকিলে মুখে দরূদ, সালাম পাঠ করিবেন। যদি ইমাম সাহেব দরূদ সালাম পাঠ করাইবার উপযূক্ত ব্যক্তি হইয়া না থাকে, তাহা হইলে কমপক্ষে দুই চার বার সবাই মিলিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করিবেন-

يَا نَبِيَّ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ

يَا حَبِيْبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلٰوةُ اللهِ عَلَيْكَ

ইয়া নবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসুল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা
সলাওয়া তুল্লাহি আলাইকা।

সালামে রেজা চালু করিতে পারিলে সব চাইতে ভাল হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সালামে রেজা

مصطفٰے جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام　　شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

شہر یار ارم تاجدارِ حرم　　نو بہارے شفاعت　　پہ لاکھوں سلام

شب اسرٰے کے دولہا پہ دائم درود　　نوشۂ بزم جنت　　پہ لاکھوں سلام

ربِّ اعلٰی کی نعمت پہ اعلٰی درود　　حق تعالٰے کی منّت پہ لاکھوں سلام

ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود　　ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام

دور ونزدیک کے سننے والے وہ کان　　کانِ لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام

جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا　　اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام

جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے　　ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام

جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا　　اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

جس سُہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند　　اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام

شافعی، مالک، احمد، امام حنیف　　چار باغِ امامت پہ لاکھوں سلام

کاملانِ طریقت پہ کامل دُرود　　حاملانِ شریعت پہ لاکھوں سلام

غوثِ اعظم امام التّقٰے والنّقٰے　　جلوۂ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام

غوث وخواجہ و رضا حامد و مصطفٰے　　پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام

pdf By Syed Mostafa Sakib

ڈالدی قلب میں عظمت مصطفٰے سیدی اعلٰی حضرت پہ پہ لاکھوں سلام
میری اُستاد ماں باپ بھائی بہن اھل ولد عشیرت پہ لاکھوں سلام
کاش محشر میں جب انکی آمد ہو اور بھیجیں سب انکی شوکت پہ لاکھوں سلام
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رِضا مصطفٰے جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখোঁ সালাম
শাময়ে বযমে হিদায়াত পে লাখোঁ সালাম।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম
নাও বাহারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম।
শাবে আসরাকে দুলহা পে দায়েম দরূদ
নাওশাহে বাজমে জান্নাত পে লাখোঁ সালাম।
রাব্বি আ'লা কী নি'মাত পে আ'লা দরূদ
হাক্ব তায়ালা কী মিন্নাত পে লাখোঁ সালাম।
হাম গরীবোঁকে আক্বা পে বেহাদ দরূদ
হাম ফাকীরোঁ কী সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।
দুর ও নাজদীক কে সুন্নে ওয়ালে ওহ কান
কানে লা'লে কারামাত পে লাখোঁ সালাম।
জিসকে মাথে শাফায়াত কা সেহরা রাহা
উস জবীনে সায়াদাত পে লাখোঁ সালাম।
জিনকে সিজদে কো মেহরাবে কা'বা ঝুঁকী
উন ভুঁওঁকী লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম।
জিস তরফ উঠ গায়ী দম মে দম আগায়া
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিস্ সুহানী ঘড়ী চমকা তাইবা কা চাঁদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উস দিল আফরোজ সায়াত পে লাখোঁ সালাম।
শাফয়ী মালিক আহমাদ ইমাম হানীফ
চার বাগে ইমামাত পে লাখোঁ সালাম।
কামেলানে তরীকাত পে কামেল দরূদ
হামেলানে শরীয়াত পে লাখোঁ সালাম।
গওসে আজম ইমামুত্ তুক্বা অন্ নুকা
জাল্ওয়ায়ে শানে কুদরাত পে লাখোঁ সালাম।
গওস ও খাজা, রাজা, হামিদ ও মুস্তফা
পাঞ্জে গাঞ্জে বিলায়াত পে লাখোঁ সালাম।
ডালদি ক্বালব্ মে আজমাতে মুস্তফা
সাইয়েদী আ'লা হজরত পে লাখোঁ সালাম।
মেরে উস্তাদ মাঁ বাপ ভাই বাহন!
আহলে উলদো আঁশীরাত পে লাখোঁ সালাম।
কাশ মাহশার মে জব উনকী আমাদ হো আওর
ভেজে সব উনকী শাওকাত পে লাখোঁ সালাম।
মুঝ্সে খিদমাত কে কুদসী কাহেঁ হাঁ রেজা
মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখোঁ সালাম।।

ইমাম সাহেবের দায়িত্ব

যেহেতু আপনি একজন সুন্নী ইমাম। এই কারণে আপনার অনেক দায়িত্ব রহিয়াছে। আপনি কোন দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিলে কেবল আপনার ক্ষতি হইবেনা, বরং সুন্নী সমাজের ক্ষতি হইবে। সূতরাং আপনার খুব হুঁশিয়ার হইয়া চলিবার প্রয়োজন।

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় বলিতেছি, পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়াছে, সুন্নী মহল্লায় সুন্নী ইমাম রহিয়াছেন। কিন্তু সেখানে এমন বহু জিনিষ চালু নাই যেগুলি বর্তমানে সুন্নীয়াতের আলামত হইয়া গিয়াছে। এই রকম মসজিদে পৌঁছিয়া মুক্তাদীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের আলেম ইমাম সাহেব তো কিছু বলেন নাই। উঁনি আমাদের এখানে বহুদিন থেকে রহিয়াছেন, যদি আমাদের বলিতেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় আপত্তি করিতাম না। আবার অনেক স্থানে এই রকম অভিযোগও শুনিতে পাইয়াছি যে, আমরা মুসাল্লীগণ বলা সত্ত্বেও আমাদের ইমাম সাহেব এই সমস্ত জিনিষগুলি চালু করেন নাই। নিশ্চয় এই অভিযোগগুলি অত্যন্ত দুঃখ জনক।

আমার শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেবগণ! বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহর ওয়াস্তে একটু অলসতা ত্যাগ করতঃ সুন্নীয়াতের খিদমাত করিবার চেষ্টা করিবেন। অন্যথায় এই মূহুর্তে বুঝিতে না পারিলেও খুব শীঘ্রই আপনাদের পায়ের তলার মাটি আলগা হইয়া যাইবে। আপনারা ইমামতী করিবার জায়গা পাইবেন না।

ইতিপূর্বে আমি যে সমস্ত আমলগুলি চালু করিবার প্রেরণা প্রদান করিয়াছি সেই কাজগুলি অবশ্যই চালু করিয়া দিবেন। অবশ্য অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন জিনিষ চালু করিলে মুক্তাদীদের মধ্যে আপত্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে চালু করিবার পূর্বে তাহাদের সহিত খুব মুলায়ম ভাবে উক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, ইহাতেও সবাইকে সোজা করা যাইতেছেনা, তাহা হইলে কোন বিশ্বস্থ আলেমকে সেখানে ডাকিয়া মুসাল্লীগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আশা করি ইহাতে কাজ হইয়া যাইবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি ইহাতে কাজ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি অপেক্ষা করিবেন এবং নিজের ব্যবহারে সবার মন জয় করিবার চেষ্টা করিবেন। মুসাল্লীদের উপর নিজের প্রভাব ফেলিবার চেষ্টা করিবেন। যখন তাহারা আপনার হইয়া যাইবে, তখন আপনি যাহা বলিবেন তাহারা তাহাই মানিয়া নিবেন।

আপনি প্রাথমিক পর্যায়ে নিজের ডিউটির প্রতি খুবই নজর রাখিবেন। আপনার ডিউটিতে অবহেলা থাকিলে মুক্তাদীগণ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন না। এইবার আপনি মুসাল্লীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিবেন যে, তাহারা মসজিদের যথাযথ আদব রক্ষা করিয়া চলিতেছেন কিনা! আপনি কিছু কথা খরচ করিবেন। যদি কোন মানুষ মসজিদে উঠিবার সময়ে প্রথমে বাম পা ঢুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি চুপ না থাকিয়া নরমভাবে তাহাকে বলিয়া দিবেন যে, মসজিদে প্রথমে ডান পা ঢুকাইতে হয়। অনুরূপ যদি কাহার দেখিয়া থাকেন যে, মসজিদ থেকে বাহির হইয়া যাইবার সময়ে প্রথমে ডান পা বাহির করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ সময়ে

সম্ভব না হইলে পরের ওয়াক্তে তাহাকে বলিয়া দিবেন যে, বাহির হইয়া যাইবার সময়ে প্রথমে বাম পা বাহির করিতে হয়। অথবা আপনি সঠিকভাবে মসজিদে প্রবেশ ও প্রস্থানের নিয়ম বলিয়া দিবেন। ইহার পরেও যদি কাহার অনিয়ম দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহাকে অনিয়ম দেখিবেন তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিবেন।

আপনি আরো লক্ষ্য রাখিবেন, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে কোন দুনিয়াবী কথা বার্তা বলিতে থাকে, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই চুপ থাকিবেন না। আপনি শান্তভাবে বলিয়া তাহাকে এবং সবাইকে শুনাইয়া বলিয়া দিবেন- মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা কঠিন গোনাহের কাজ। আল্লাহর ওয়াস্তে ইহা ত্যাগ করিয়া দিন। হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলিলে চল্লিশ বৎসরের ইবাদত বর্বাদ হইয়া যায়। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া)

আপনি আরো খেয়াল রাখিবেন যে, মুসাল্লীদের অজু ঠিক মত হইতেছে কিনা এবং তাহারা ঠিকমত নামাজের সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইত্যাদি আদায় করিতেছেন কিনা। যদি কাহার মধ্যে কোন প্রকার ভূল ভ্রান্তি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে বলিতে অবশ্যই দ্বিধা করিবেন না। মোটকথা, আপনি যখন ইমাম তখন নিশ্চয় সবার উপর আপনার বিরাট অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকার কেবল সামাজিক নয়, বরং শরীয়ত ভিত্তিক। সূতরাং আপনি কর্তব্য পরায়ন হইলে সবাই আপনাকে শ্রোদ্ধা করিবেন এবং আপনার কথা মানিয়া নিতে কাহার আপত্তি থাকিবেনা।

এইবার আপনি ধীরে ধীরে সুন্নীয়াতের কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। প্রথমে আপনি কিতাবী তা'লীম শুরু করিয়া দিন। মুসাল্লীদের সঙ্গে আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করিলে আলোচনা করতঃ একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া নিবেন। অন্যথায় আপনি নিজে একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া নিবেন। সেই সময়ে আপনি 'ফায়যানে সুন্নাত' নামক কিতাবখানা সামনে রাখিয়া পাঠ করিয়া শুনাইতে থাকিবেন। এই মজলিস আরম্ভ করিবার পূর্বে সবাই এক সঙ্গে উচ্চস্বরে কমপক্ষে তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিবেন। সবাইকে বলিয়া দিবেন, শ্রোতাগণ যেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নাম শুনিলে একটু মৃদু আওয়াজে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম' পাঠ করিয়া থাকেন। এই মজলিস শেষ করিবার সময়ে সবাই আবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চস্বরে কমপক্ষে তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ সবাই হাত উঠাইয়া দুয়া করিয়া দিবেন।

মাঝে মধ্যে 'কাঞ্জুল ঈমান' পাঠ করিয়া শুনাইবেন। 'কাঞ্জুল ঈমান' (লেখক ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি) মাঝে মাঝে আলোচনা করিতে থাকিবেন। কাঞ্জুল ঈমানের সঙ্গে অন্য অনুবাদকদের অনুবাদের পার্থক্য সম্পর্কে কাঞ্জুল ঈমানের ভুমিকাতে যে আয়াতগুলি দেখানো হইয়াছে সেগুলি পাঠ করতঃ শুনাইয়া ও বুঝাইয়া দিবেন। এই প্রকারে বেশ কিছু দিন মুক্তাদীদের সঙ্গে খুব কাছাকাছির সম্পর্ক রাখিয়া চলিবেন। এইবার দেখিবেন ইনশা আল্লাহ, সবাই আপনার হইয়া যাইবেন। এখন আপনার মুখের কথা মুক্তাদীদের কাছে দলীল হইয়া যাইবে।

আপনি এইবার সাপ্তাহিক একটি কিতাবী তা'লীমের মজলিস কায়েম করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি ইহা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাসিক মজলিসের ব্যবস্থা করিবেন। এই মজলিসে গ্রামের যে সমস্ত মানুষ নামাজ না পড়িয়া থাকে, তাহাদের ডাকিয়া হাঁকিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপনি তরুণ যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতঃ মসজিদের এই মাসিক মজলিসে হাজির করিবার চেষ্টা করিবেন। এই প্রকারে যখন আপনি শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ডাক্তার ও মাষ্টার; সর্ব শ্রেণীর মানুষকে কাছে করিতে পারিবেন তখন আপনি ইহাদের কাছে বিশেষ বিশেষ মসলা সম্পর্কে আলোচনা করিতে থাকিবেন। যেমন ঈদের চাঁদ সম্পর্কে খুব গুরুত্ব দিয়া আলোচনা করিবেন। কারণ, রেডিও ও টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ঈদ করা যে সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত বিরোধী কাজ কিন্তু সমাজের মানুষকে ইহা মানানো সম্ভব হইয়া থাকেনা। যদি আপনি ডাক্তার ও মাষ্টার তথা গ্রামের সর্ব শ্রেণীর মানুষকে উক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ঈদের সময়ে আপনি আরাম পাইবেন। অন্যথায় আপনার কষ্টের সীমা থাকিবেনা। ঈদ আপনার আনন্দের না হইয়া নিরানন্দে পরিণত হইয়া যাইবে। জানিয়া রাখিবেন! গ্রামের এই মানুষগুলি যাহারা কেবল আপনার পিছনে ঈদ ও বকরা ঈদের নামাজ পড়িয়া থাকেন তাহারাই কিন্তু আপনার ঘোর বিরোধীতাই করিয়া থাকেন ঈদের দিন যখন রেডিও ও টেলিভিশনে ঈদের চাঁদ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা হইয়া যায় এবং আপনি তাহা মানিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাধারণতঃ আলেমগণ ঈদের দিনে চাঁদের মসলা বলিয়া থাকেন। যাহারা ইসলাম সম্পর্কে উদাসিন এবং বিজ্ঞানের উন্নতি বাস্তবে উপলব্ধি করিতেছেন তাহারা আজ আপনার মসলা মানিতে যাইবেন কেন! আপনি আপনার মসলা তো মানাইতে পারিবেন না, বরং আপনাকে শুনিতে হইবে- আলেমগণ অবুঝ ও অসামাজিক। যাহারা এই ধরনের কথা বলিবেন, আলহামদু লিল্লাহ! আজ তাহারা ঈদের বহু পূর্বে আপনার মজলিসে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি এই অমূল্য সুযোগ হারাইবেন না। একবারে না হইলে বারে বারে আলোচনা করিতে থাকিবেন। তবে মাষ্টার ও ডাক্তার সহজে আপনার কথা মানিয়া নিবেন না। তাহারা বহু যূক্তি দেখাইবেন। সেগুলি খন্ডন করা আপনার পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে। এইজন্য আমি আপনাকে অনুরোধের সহিত পরামর্শ দিব যে, আপনি আমার লেখা 'ঈদের চাঁদ প্রসঙ্গ' বইটি অবশ্যই হাতে রাখিয়া দিবেন। প্রয়োজনে শিক্ষিত মানুষদের হাতে বইখানা তুলিয়া দিন। পরে তাহাদের নিকট থেকে মতামত সংগ্রহ করিবেন। আশাকরি আমার বইটি শিক্ষিত মানুষদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া দিবে। এই শিক্ষিত সমাজ যখন শরীয়তী সংবিধান বুঝিয়া নিবেন, তখন তাহারাই আপনার কথা সমাজে বাস্তবায়িত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া যাইবেন। এইবার চাঁদের মসলায় আপনার কোন ঝড় পোহাইতে হইবেনা।

আপনি তাকবীরের সময়ে খবরদার ভুলিয়াও উঠিবেন না। যখন মুকাব্বির 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' বলিবে তখন উঠিতে আরম্ভ করিবেন এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলা পর্যন্ত উঠা শেষ করিয়া দিবেন। যদি মুক্তাদীদের ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া থাকেন যে, তাকবীর আরম্ভ হইবার সাথে সাথে সবাই উঠিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগকে মসলাটি বুঝাইয়া বলিয়া দিবেন। আশাকরি এখন কেহ আপনার সহিত দ্বিমত করিবেন না। এই প্রকারে আপনি একের পর এক আহলে সুন্নাতের সমস্ত মসলা মুক্তাদীদের মানাইয়া সবাইকে সুন্নীয়াতের উপর কায়েম করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২ই রবীউল আওয়ালের জুলূস

প্রতি বৎসর সবার সামনে আসিয়া থাকে ১২ই রবীউল আওয়াল শরীফ। এই দিনটি বিশ্ব মুসলিমদের কাছে অতি আনন্দের। পৃথিবীর সমস্ত দেশ সরকারীভাবে এইদিন ছুটি ঘোষণা করিয়া থাকে। কেবল ব্যাতিক্রম দুইটি দেশ- একটি হইল সৌদী আর একটি হইল ইজরাঈল। সৌদী ওহাবী, ইজরাঈল ইহুদী।

১২ই রবীউল আওয়াল শরীফ খুব ধুমধামের সহিত পালন করিবেন। বিশেষ করিয়া একটি জুলুস বাহির করিবেন। ইহা নাজায়েজ নয়, বরং ইহা জায়েজ ও একটি উত্তম কাজ। ইহার মধ্যে বহু উপকার রহিয়াছে। যেমন ইহার মাধ্যমে সুন্নীয়াতের সংগঠন বাড়িয়া যাইবে ও অমুসলিমদের উপরে একটি প্রভাব পড়িবে এবং আপনার জীবনে যত অবৈধ মিছিলে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন সেগুলির কাফ্‌ফারা হইবে এই জুলূস ইত্যাদি।

রবীউল আউওয়ালের চাঁদ দেখা দিলে সেদিন থেকে জুলূসের প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়া যাইবে। আজই মসজিদ মাদ্রাসায় পতাকা তুলিয়া দিন। পার্শবর্তী গ্রামগুলির সহিত যোগাযোগ আরম্ভ করিয়া দিন। টাউন বাজার হইলে থানাকে জানাইতে অবশ্যই ভুলিবেন না। এই জুলূসে ব্যাপক থেকে ব্যাপক মানুষের অংশ নেওয়ার প্রেরণা প্রদান করিবেন। আল্লহুম্মা সাল্লি আলা সাইদিনা অ মাওলানা মোহাম্মাদিন সালাতাঁউ ও সালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ!

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib